অরুণোদয়

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

Scanned with CamScanner

অরুণোদয়

স্নেহের ভাই-
অমরেন্দ্রর হাতে —
দাদা

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

Scanned with CamScanner

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীঅনুরাণী দত্ত
"বাণী প্রেস"
কাটোয়া : বর্ধমান

মুদ্রন করেছেন :
"কর্ম্মীবৃন্দ"
বাণী প্রেস : কাটোয়া

প্রথম প্রকাশ :
২রা অক্টোবর, ১৯৭৪

দাম : তিন টাকা মাত্র।

Scanned with CamScanner

॥ উৎসর্গ ॥

বর্দ্ধমানের সুসন্তান, প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, বর্দ্ধমান জেলার
অন্যতম জননায়ক ও আগষ্ট বিপ্লবের সর্ব্বাধিনায়ক জনদরদী
সুবক্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সুরসিক, সুসাহিত্যিক,
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী, সহোদর-প্রতিম
বন্ধুবর শ্রীদাশরথি তা এর শ্রীকরকমলে
প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
আমার এই কাব্যগ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম।

প্রীতিমুগ্ধ
বিভূতি।

Scanned with CamScanner

ঃ ভূমিকা ঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের রচিত "অরুণোদয়" কাব্য গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ এসেছে। কংগ্রেস মঞ্চে এবং তাঁহার পারিবারিক জীবনের সঙ্গেও আমার দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা। এই সুযোগে আমি তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় নিবিড়ভাবে পাইয়াছি। সে কারণ আমার ভয় হয় আমার সমালোচনা অতিশয়োক্তি অথবা তাচ্ছিল্য-দোষে দুষ্ট না হয়।

দু' চারি ছত্র কবিতা লিখিয়া আশপাশের লোককে শুনাইবার বাতিক প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন সময়ে দেখা যায়। পরাধীন ও পরাধীনোত্তর যুগে বিভূতিবাবুও মাঝে মাঝে আমাদের উপর স্বরচিত কবিতা নিক্ষেপ করিতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ দিনে যদিও আমরা সময়োপযোগী বলিয়া সেগুলি কাজে লাগাইতাম, কিন্তু তাহার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত প্রতিভার পরিচয় থাকিত কোন দিন তাহা লক্ষ্য করি নাই।

"অরুণোদয়" কাব্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া স্বাধীনতার পরের ঘটনাবলী, তৎকালীন নেতৃবৃন্দের মনীষা এবং সমসাময়িক আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ

Scanned with CamScanner

ক্ষমতা এবং দরদী মনের পরিচয় পাইয়াছি, এই গুণাবলীর ফলশ্রুতিই বিভূতিবাবুর "অরুণোদয়"।

এই সঙ্গে "আরতি" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও সংযোজিত হইয়াছে। আরতিতে শ্রীঅরবিন্দের গভীর দেশপ্রেম উদ্দীপক "দুর্গা স্তোত্র" এবং স্বামী বিবেকানন্দের "খেলা মোর সাঙ্গ হোলো" কবিতা দুইটি ইংরাজী কবিতার অনুবাদ হইলেও মূল কবিতার ভাবধারা পরিস্কারভাবে পরিস্ফুট করিয়া অনুবাদ সাহিত্যেও বিভূতি বাবু চমৎকার মুন্সীয়ানার পরিচয় রাখিতে পারিয়াছেন।

তিনি যে স্বভাব কবি এতদিন পর এই পরিচয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। "মানসী" যেমন পরাধীন যুগের গ্লানি ও ব্যথার প্রকাশক, "অরুণোদয়" স্বাধীনোত্তর ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার আনন্দ বেদনার নির্ঝর। আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা ইতিহাস-ভিত্তিক এবং কবিতায় গ্রথিত সুখপাঠ্য এই রচনাবলী হইতে অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

কাটোয়া,
১লা অক্টোবর, ১৯৭৪

ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

॥ সূচীপত্র ॥

Scanned with CamScanner

অরুণোদয়

গাহ জয় গাহ জয়।
পনেরো আগষ্টের এ শুভ প্রভাতে
স্বাধীনতার গাহ জয়॥

দু'শত বছরের অধীনতা অপমান
আজিকার প্রভাতে হয়ে গেল অবসান
মুক্তি কেতন ঐ উড়িলরে ঘরে ঘরে
স্বাধীনতার গাহি' জয়॥

যে রবি অস্ত গেল পলাশীর গঙ্গায়
পুনঃ সে উদিত আজি প্রদীপ্ত মহিমায়
সাদরে বরণ কর সে নবীন অরুণেরে
এক তানে গাহ সবে জয়॥

মাসুন্দী, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

স্বাধীন ভারত বন্দে

স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত বন্দে।
অযুত শহীদের তর্পণ আজিরে মুক্তির উল্লাস ছন্দে ॥

যুগ যুগ সাধনার সিদ্ধির ফল এযে স্বাধীনতা পরম বিত্ত,
বিদেশী শাসন নাই আর শিরো'পরে নাইরে শোষণ নিত্য—
আজি তাই ভারতের জন-গণ-মানস মাতিল পরমানন্দে ॥

সম্মুখে উদ্যত ক্ষুধিতের কলরোল প্রচণ্ড দৈন্য যে আগত
উদ্ধত দানবের উদ্যত ছুরিকা—তথাপি হে স্বাধীনতা স্বাগতঃ।
যুগ যুগ পুঞ্জিত তমিস্র বিদারি স্বাগতঃ পরমানন্দে ॥

মুক্তিস্নান

(কীর্ত্তন)

আয়রে জগতবাসী দেখরে তোরা আসি ;
ভারতের ঘরে ঘরে কি আনন্দ বহিছে !
আজি স্বাধীন ভারত ভূমি, উদার গগণ চুমি
জাতীয় পতাকা আজ কিবা শোভা ধরেছে !

—তোরা দেখে যা দেখে যা—
কিবা শোভা ধরেছে তোরা দেখে যা দেখে যা।
চক্র শোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা, তোরা দেখে যা দেখে যা।
কত শহীদের রক্তে আঁকা ত্রিবর্ণ পতাকা,
তোরা দেখে যা দেখে যা।
এই পতাকার তলে মিলিয়া সকলে
স্বাধীনতা ধনে ফিরায়ে এনেছে ॥

—মোরা হারায়েছিনু গো—
এই পরম রতন স্বাধীনতা ধনে, মোরা হারায়েছিনু গো !
সেদিন কাল ঘুমঘোরে, পলাসী প্রান্তরে,
এই পরম রতনে মোরা হারায়েছিনু গো।
তারে ফিরায়ে আনিতে পুনঃ এ ভারতে
কত শত বীর পরাণ সঁপেছে ॥

—আজি তর্পণ করি রে—
এই আনন্দ ক্ষণে মোরা, তর্পণ করি রে।
দেশের জন্য যারা পরাণ সঁপিল তাঁদের তর্পণ করি রে।
ফাঁসি কাঠে কারাগারে তিলে তিলে যারা পরাণ সঁপিল
তাদের তর্পণ করি রে।
ভারত ছাড় রব তুলে কামান বন্দুকের গুলিতে,
বোমায় লাঠিতে ছোরায় ছুরিতে, যারা পরাণ সঁপিল
তাদের তর্পণ করি রে।
আজি তাহারা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া—
অন্তরীক্ষ হ'তে তৃপ্তি লভিছে ॥

মাস্‌ন্দী, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭)

Scanned with CamScanner

নেতাজী স্মরণে

নিশি ভোর হোলো, নগরবাসী জাগরে।
নবীন উষায় নব আলোকের আগমনী গান গাহ রে॥
নেতাজীর শুভ জনমের ক্ষণে
তাঁরি আগমনী গাহি এক মনে
হে সৌম উদার বীর মহাপ্রাণ এস এস পুনঃ ফিরে॥
ভালবেসে তুমি দেশ মাতৃকারে
ঝাঁপ দিলে মহাসাগরের পারে
ধরণীর বুকে বিস্ময়রেখা রচিলে রক্ত আঁখরে॥
তব হাতে গড়া আজাদী সৈন্য
শত কলঙ্ক গ্লানিমা দৈন্য
মুছি নিঃশেষে—তব ইঙ্গিতে ভারতের মান রাখিল রে॥
তব নব বাণী "জয় হিন্দ" রবে
আকাশ বাতাস মুখরিত সবে
কোটী কণ্ঠে আজি ওই ধ্বনী হিন্দের জয় গাহেরে॥
মাতৃভূমি তব হয়েছে স্বাধীন
তবু কাটে নাই আজো দুখ দিন
এ সন্ধিক্ষণে কোথা হে ধীমান তোমারেই মোরা যাচি রে।
তোমার নিষ্ঠা দৃঢ় প্রচেষ্টা বড় প্রয়োজন আজি রে॥
তোমার জন্মদিবসে আজিকে
আকুল আকুতি উঠে দিকে দিকে
হে বিপ্লবী বীর নেতাজী সুভাষ এস হে ভারত মাঝারে॥

———

(কংগ্রেস কার্য্যালয়, কাটোয়া ১৩।১।৪৯)

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮

উর্দ্ধে তুলিয়া জাতীয় পতাকা উন্নত রাখি শির।
মুক্তি দিবসে ভারত মাতার বন্দনা গাহ বীর॥

"(যারা) যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছে ভরি' মায়ের পূজার ডালি,
আপন-অস্থি সমিধে রেখেছে হোমের অনল জ্বালি,
প্রাণ বলি দিতে পূজার বেদীতে যারা হোলো আগুয়ান
ত্রিবর্ণ ধ্বজা তাদেরই গরব শহীদের সম্মান।"
তাঁদেরি চরণ করিয়া স্মরণ শ্রদ্ধায় নত শির
মুক্তি দিবসে ভারত মাতার বন্দনা গাহ বীর॥

পরাধীনতার কঠিন নিগড় ভাঙ্গিয়াছ, সৈনিক
ভাঙ্গো আজি যত মিথ্যা প্রাকার ঘেরিয়াছে দশদিক।
ভাঙ্গো যত ভয়, যত সংশয়, যত ভেদাভেদ গ্লানি,
শঙ্কিত ভীত বিশ্ব হইতে দূর করো হানাহানি।
সৈনিক, তব বিজয় নিশান রচুক শান্তি নীড়
মুক্তি-দিবসে ভারত মাতার বন্দনা গাহ বীর॥

———

Scanned with CamScanner

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে

(প্রভাতফেরির গান)

ছাব্বিশে জানুয়ারী, মহা অবদান,
ভারতের ইতিহাসে চির মহীয়ান।
রক্ত আঁখরে লিখা
ভালে গৌরব টিকা,
গণদেবতার পণ দুর্ব্বার, মুক্তির অভিযান॥

প্রজাতন্ত্রের বিধি নব রূপায়ণ
এ পুণ্য দিবসে দেশ করিল গ্রহণ।
জাগো ভাই বোন সব
কর কর উৎসব,
কর তর্পণ, রাখহ স্মরণ এ দিনের অবদান॥

———

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে

(শোভাযাত্রার গান)

সেই শুভদিন বছরের পরে পুনরায় আজি আসিল ফিরে,
প্রজাতন্ত্রের অভিষেক যবে হইল ভারত-তীর্থ-নীরে।
এ পুণ্য দিবসে এস সবে ভাই জাতীয় পতাকা দণ্ড-মূলে
কত যে কাহিনী এ দিনের ভালে রহিয়াছে লিখা যেওনা ভুলে।

কোরাস—স্মরণীয় তিথি বরণীয় অতি কত শহীদের রক্তে লিখা
কত লাঞ্ছনা কত অপমান, আঁকিয়া দিয়াছে বিজয় টিকা॥

মনে পড়ে আজ সেদিনের কথা, বিদেশী শাসক, অধীন দেশ
গণ-চিত্তের ক্ষুব্ধ বেদনা, ভাঙ্গিতে নিগড় কঠিন ক্লেশ।
দুর্জ্জয় পণ, দুর্ব্বার গতি, শত নিপীড়নে সহাস মুখ
বেত্র বুলেটে সমান আদরে আবাহন করে পাতিয়া বুক॥

কোরাস—স্মরণীয় তিথি ..... ইত্যাদি—

সাধনা তাদের সফল হয়েছে, স্বাধীন ভারতে উড়ে নিশান
ভারতের নীতি জগত সভায় মহাসম্মানে পেয়েছে স্থান।
বর্জ্জিয়া ভয় অর্জ্জিল জয়, করিল যাহারা আত্মদান
তাঁহাদের প্রতি এ শুভ দিবসে জানাই শ্রদ্ধা, করি প্রণাম॥

কোরাস—স্মরণীয় তিথি বরণীয় অতি কত শহীদের রক্তে লিখা
কত লাঞ্ছনা কত অপমান, আঁকিয়া দিয়াছে বিজয় টিকা॥

———

Scanned with CamScanner

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬

(প্রভাতফেরীর গান)

স্বাধীন ভারতে পনেরো আগষ্ট আবার আসিল ফিরে।
জাগো পুরবাসী নয়ন মেলিয়া দাঁড়াও পতাকা ঘিরে॥
কি পেয়েছি আর কিবা পাই নাই
সে সব হিসাব আজ নয় ভাই,
মহা সঙ্কট জাতীয় জীবনে ঘনায়ে আসিছে ধীরে,
অরাতি দামামা বাজিছে সঘনে সারা সীমান্ত জুড়ে॥

ভিতরে অরাতি প্রবল প্রকট অভাবের নিপীড়ন,
নিরুপায় ক্ষোভে ফুঁসিছে নিয়ত অসহায় জনগণ।
এই বিক্ষোভে উস্কানি দিয়া
ছড়ায়ে অনল বিষ উগারিয়া
অরাতির চর নিয়ত ভ্রমিয়া গোপনে ঘুরিয়া ফিরে।
ভিতরে বাহিরে ঘন দুর্য্যোগ—আমরা ঘুমাব কিরে ?

জাগো ভাই সব, আজিকার দিনে ভুলে যাও যত গ্লানি
দুঃখ দৈন্য বিক্ষোভ যত নহে অকারণ —জানি !
তথাপি রাখিতে পতাকার মান
জাগো ভাই সব, হও আগুয়ান,
নাহি নাহি ভয়, হবে হবে জয়, আঁধার কাটিবে ধীরে,
সবাকার শ্রমে আনিব আবার হৃত গৌরব ফিরে॥

তিন রঙা ওই জাতীয় পতাকা কি বিপুল অবদান !
রঙে রঙে লিখা কত যে কাহিনী—গৌরবে মহীয়ান।
পতাকার মূলে শহীদ বেদীতে
এস সবে আজি শ্রদ্ধা নিবেদিতে—
ভকতি-কুসুম-অর্ঘ্য দানিতে এস ভাই নত শিরে।
মহা ভারতের মুক্তি দিবস আবার এসেছে ফিরে॥

শত্রু হঠাও

"বর্ব্বর চীনে হঠাতেই হবে কর কর সবে পণ"
—দিকে দিকে ওই গরজিয়া উঠে জাগ্রত যুবজন।
হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী সাজ সাজ সদা রব
প্রাণ-চঞ্চল উদ্বেগাকুল নওজোয়ানেরা সব।
পঞ্চ শীলের সমাধি রচিয়া দুঃশীল লাল চীন
হিন্দের বুকে হেনেছে আঘাত স্পর্দ্ধায় সীমাহীন।
নখর-আঘাতে নগাধিরাজের নিদ্রা গিয়াছে টুটি',
শান্ত উদার নয়নে তাহার বিস্ময় উঠে ফুটি'।
কয়দিন আগে যারা কহে গেল—"হিন্দী চিনি ভাই ভাই"
তাহারি কণ্ঠে রণ হুঙ্কার !— তাজ্জব দুনিয়াই !
ভারত কখনো চাহেনি করিতে পরভূমি অধিকার
শীল সন্তোষ শান্তি কামনা করিয়াছে সবাকার।
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সন্দেহ আর হিংসার তাণ্ডবে,
ধ্বংস নেশায় যাহারা পাগল মরণ মহোৎসবে,
পরমাণবিক মারণ-যন্ত্রে হ'য়ে যারা বলীয়ান
স্পর্দ্ধা দম্ভে সৃষ্টিরে নাশ করিবারে যাঁরা চান,
এ সবার প্রতি বিশ্বাস আর পূর্ণ শ্রদ্ধা ভরে
শান্তির বাণী পাঠালো ভারত দেশ ও দেশান্তরে।
মুগ্ধ হইল জাতি-দরবার অকপট শ্রদ্ধায়,
মহিমান্বিত মিত্র বলিয়া মানি নিল সবে তায়।
হেন মিত্রের বিপদের দিনে মিত্র রাষ্ট্র তবে
সহায় হইতে পাশে দাঁড়াইতে শপথ করেছে সবে।

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষ শান্তি চেয়েছে চাহে নাই কভু রণ,
এ বিপদে তাই সহ-অনুভূতি প্রকাশে বিশ্বজন।
চীনের দম্ভ, কপটতা আর সম্প্রসারণ রীতি
জঙ্গী হিংসা মানে নাক ন্যায় ধর্ম্মের কোন নীতি।
সারা বিশ্বের জনমতে দলি, স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে
ছুটিয়া আসিছে গ্রাসিতে ভারতে রণ উল্লাস লয়ে।
নগাধিরাজের বিস্ময় টুটে, শিখর কম্পমান
ক্ষুব্ধ রোষের হুঙ্কারে দেয় উদাত্ত আহ্বান—
—"ভারতের সন্তান !
নাশিতে তোমার কৃষ্টি, ধর্ম্ম, শান্তির অবদান,
হের ধেয়ে আসে অতি দর্পেতে উদ্ধত অভিযান—
দাও মোকাবিলা শত্রু সঙ্গে সমুচিত প্রতিদান।"
সেই আহ্বানে প্রতি জনপদে পড়ে যায় আলোড়ন,
রুষিছে, ফুঁসিছে, গরজিছে ক্ষোভে ভারতের জনগণ।
—"দিতে হবে প্রতিদান"—
কোটী কণ্ঠে ধ্বনিছে সদাই সুগভীর আহ্বান !
পড়ি গেছে কাড়াকাড়ি,
যার যাহা আছে বিত্ত-বিভব নিয়ে আসে তাড়াতাড়ি।
ছুটে আসে ধনী ল'য়ে তার ধন, যুবকেরা দিতে প্রাণ,
কৃষক শ্রমিক দেশরক্ষায় করিবারে শ্রমদান,
জননী আপন সন্তানে দেন, ভগিনীরা বাঁধে রাখি,
দুর্জ্জয় পণ বিঘোষিত হয় ক্ষণে ক্ষণে থাকি থাকি।
চারণ কবির রুদ্র বিষাণ বাজিছে মাভৈঃ রবে
বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সাজে ভাবী সৈনিক সবে।

হিমালয় হ'তে কন্যা কুমারী পড়িয়া গিয়াছে সাড়া,
এহেন সময়ে দূরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গুণিতেছে কারা ?
চেন কি উহারে ? জান কেবা উনি শান্তি মুখোস ধারী ?
এখনো চীনের প্রেমে মশগুল, ভণ্ড কপটাচারী !
শ্রমিক-বন্ধু সাজিয়া বন্ধু, এতদিন দেছ ধোঁকা !
সরল উদার কৃষক শ্রমিকে ভাবিয়াছ তুমি বোকা !
ধরা পড়ে গেছে বন্ধু তোমার মিথ্যা ধোঁকার টাটি,
দেশদ্রোহীতার স্বরূপ তোমার কষ্টি পাথরে খাঁটি !
মুখেতে তোমার শান্তির বুলি, অন্তরে উল্লাস
দলীয় স্বার্থে করিবারে চাহ দেশের সর্ব্বনাশ !
লুব্ধ বন্ধু ! অন্ধ হয়েছ ক্ষমতা লিপ্সা তরে,
বিদেশীরে তাই ডাকিয়া আনিছ তোমার দেশের' পরে।
ভেবেছ বুঝিবা বিদেশীর রণে দেশ হবে পরাধীন,
সেই অবকাশে রাষ্ট্রশক্তি লভিবে অর্ব্বাচীন !
তাই কি তোমার গোপনচক্র রাত্রি অন্ধকারে ?
চুপি চুপি তাই চলে অভিসার সুপ্তির পারাবারে ?
ইসারায় তব কী গোপন কথা কানে কানে কয়ে যায় ?
স্বর্গরাজ্য রচিবে কি তুমি বিদেশীর করুণায় ?
ভুল কোরো নাকো ভ্রান্ত পথিক, হও তুমি সাবধান !
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্যমান !
গণ চেতনার রুদ্র বিচারে কোনো ক্ষমা নাই শোনো
বিভীষণ আর মীরজাফরের দেশে ঠাঁই নাই জেনো।
তোমার বিবেক বুদ্ধি সকলি বিকায়ে দিয়েছ তুমি
বিদেশীরে চাহ দিতে উপহার তোমারি মাতৃভূমি !

Scanned with CamScanner

ধিক ধিক ওরে দেশদ্রোহীরা পড়ে দেখ ইতিহাস
দেশদ্রোহীর পরিণামে লেখা তাহারই সর্ব্বনাশ !
ওই দিকে দিকে গরজিয়া উঠে জাগ্রত যুবজন
গৃহের শত্রু আগে বিনাশিবে করিছে কঠিন পণ।
তারপর বীরদাপে
শত্রু সৈন্য দলিবে মথিবে শৈল শিখর চাপে।

নাগিনী চক্র

শত্রু সৈন্য আরো কিছু ঠাঁই করিয়া নিয়াছে গ্রাস,
তাই কতিপয় বন্ধুর মুখে হেরি চাপা উল্লাস।
তাই চুপি চুপি দ্রুত আনাগোনা,
ব্যঙ্গ আভায় যায় কিছু শোনা,
হেথায় হোথায় মিঠাই বিলায়, কানে কানে কথা ফাঁস—
"আর ভয় নাই, কয়েকটা দিন কাটিয়া গেলেই—বাস্!

—জঙ্গী চীনের অভিযান রোখা নয়কো মুখের বুলি
জারী জুরি আর তাল ঠোঁকাতেই হঠে না বুলেট গুলি,
কাম ফতে হ'তে বেশী দেরী নাই,
ভারতের শুধু ফাঁকা বুলি ভাই,
কেন মিছে আর টাকা কড়ি দাও, মিথ্যে ধোঁকায় ভুলি,
চুপ চাপ থাকো, শুধু দেখে যাও কোন্ দিকে উড়ে ধুলি।

—আমরা কি ভাই শুধু বসে আছি অলস প্রহর গুনি'?
পল্লী পাঁদারে রাতের আঁধারে শুধু কি জাগাই ধুনী?
এতদিন তবে কি কথা বলিনু
কানে কানে তবে কী মন্ত্র দিনু,
ভুলো না সে সব, চল সবে এবে রেডিও বার্ত্তা শুনি,
চীনের কবলে কোন কোন ঘাঁটি তুলে দিল যাদুমনি!

—শত্রু সৈন্য নয় ওরা ভাই মুক্তি ফৌজ দল
ভারতের দুখী ভাই বোন তরে চোখে জল অবিরল।
কায়েমী স্বার্থ করি অবসান
কায়েম করিতে আমা'দের স্থান
তাইতো চীনের এই অভিযান, শুধু যুদ্ধের ছল,
সাম্যবাদীরা যুদ্ধ করে না - অভিনয় অবিকল।

—সবুর করো না, আর ক'টা দিন দিয়ে নিক ওরা গালি.
হেথায় হোথায় মুখে আমাদের দিক নাকো চুণকালি,
গায়ে তো মোদের ফোস্কা পড়ে না
সবুরেতে মেওয়া ফলে তা জানে না'
চীনেরে হঠাবে! বৃথা এ বাসনা'—সে গুড়েতে দেব বালি!
সময় আসিলে উহাদেরি মুখে দিবরে আগুণ জ্বালি'।"

এমনি করিয়া আনাচে কানাচে গোপন-চক্র তলে,
বিষ ছড়াইয়া কালনাগ-কুল নতশিরে আজি চলে।
সুযোগ পাইলে ফণাটি ধরিবে
শির লক্ষ্য করে ছোবল মারিবে,
জানিয়া শুনিয়া এখনো কি ক্ষমা করিবে নারকী খলে?
এখনো কি তারা ছড়াইবে বিষ দিকে দিকে অবহেলে?

কালীয় নাগের দম্ভ নাশিতে নাচে শিশু দামোদর
জনতার বুকে তারি রোষ-কণা কাঁপিতেছে থরথর।
জনতার মাঝে সুবল, শ্রীদাম
থিয়া তাথৈ থৈ নাচে বলরাম
কালীয়দমনে কালিদহ-নীর নীল বিষে জড় জড়
জনতার বুকে হেরিতেছি আজ জাগিয়াছে দামোদর।

বৃন্দাবনের মাঠে মাঠে আজ জনতার অভিযান—
আঁদার পাঁদার খুঁজিয়া পাতিয়া নাগকুলে ধরে আন্।
গোপালের বাঁশী দিয়েছেরে ডাক্
নাগিনী চক্র গোল্লায় যাক্
সুখে গোঠে মাঠে ধেনু যে চরিবে,—এ যে তা'রি আহ্বান।
যেথা যত আছে নাগিনীচক্র কর সবে খান খান।

মহাভারতের জনতা জেগেছে মহাবলে বলীয়ান,
পীত ড্রাগনের দম্ভ নাশিতে তারি শুভ অভিযান।
জনতার রোষ-রূপী হোমানলে
আহুতি প্রদানি কাল সর্পদলে
বিজয় তিলক আঁকি লয়ে ভালে হও সবে আগুয়ান,
ভারতের জয় হবে নিশ্চয় সন্দেহ অবসান॥

[চীনা আক্রমনের প্রতিবাদে "কাটোয়া দেশরক্ষা সমিতি"র আহ্বানে রচিত]

———

কারে দিব ভোট?

স্বাধীন ভারতে আমি নাগরিক আছে মোর অধিকার,
বিধানসভার মোর মনোমত প্রতিনিধি পাঠাবার।
সংবিধানের উদার নীতিতে নাই ভেদাভেদ কোনো,
ধনী দরিদ্র মজুর কিষাণ সম অধিকার জেনো।
গরীব হ'লেও আমার ভোটের কত দাম—আমি জানি
তাই যত দল আমারে লইয়া করিতেছে টানাটানি।
কত অনুনয় কত উপরোধ, কত যে কথার ডালি
দলীয় স্বার্থে কত আজগুবি মিথ্যার চাতুরালি!
প্রাচীরপত্র বিজ্ঞাপনের আজ দেখি ছড়াছড়ি—
শ্লোগানে শ্লোগানে আস্ফালনের দাবরানী তরি-ঘরি।
শোনো গো বন্ধু শোনো—
শুধু রাশি রাশি কালি ছিটানোতে কোনো লাভ নাই জেনো।
বিদ্বেষভরা কটু-কাটব্য অথবা মিথ্যা ধোঁকা—
ভেবেছো কি তাহা বুঝিতে পারি না আমরা এতই বোকা?
আমার বিবেক কানে কানে মোরে কহিতেছে অবিরাম,
কারে ভোট দিলে হইবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ।
দলীয় অথবা ব্যক্তিস্বার্থ নহে বিচার্য্য আজ,
দেখিতে হইবে কোন দল করে দেশের স্বার্থে কাজ।
হাজার হাজার শহীদের খুনে অর্জিত স্বাধীনতা—
প্রাণ হ'তে প্রিয়, অতি পবিত্র, নহে তা কথার কথা।
সেই স্বাধীনতা হবে বিপন্ন আমার কাজের দ্বারা?
হেন ভুল পথে আমি কি চলিব? এতই আত্মহারা?

Scanned with CamScanner

যে সংবিধান তুলিয়া দিয়াছে মোর হাতে প্রজারাজ—
তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে আমি কি পারিগো আজ ?
আমার মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিব
বিচারে যাহারে যোগ্য মানিব তাহারেই ভোট দিব।
বিচার করিব দেশ গঠনেতে কার কত অবদান,
দেশের কাঠামো গড়িয়া তুলিতে কেবা ঢালিয়াছে প্রাণ।
কারা সচেষ্ট গড়িতে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ,
মোর ভোট আমি তাহারেই দিব আর সব বরবাদ।
জানি আছে মোর অনেক অভাব আছে বহু অনটন
আমিও ক্ষুব্ধ হেরি নিতি নিতি নীতিহীন আচরণ।
লালসা-স্ফীত সীমাহীন লোভ প্রমত্ত উল্লাসে
হাসে খল খল—ঘন দুর্যোগ সমাজে ঘনিয়ে আসে।
ন্যায়-অন্যায় হিতাহিত-জ্ঞান বুঝি বিলুপ্ত হয়
পারেনি হঠাতে শাসকের দল এই পাপ সমুদয়।
আমার মনের এই বিক্ষোভে দিয়া তুমি উস্কানি
ভোট মাগিতেছ আমার দুয়ারে কত প্রলোভন আনি'।
তোমারো স্বরূপ মোর জানা আছে, কিবা পরিচয় তব
ভেক ধরিবার কৌশল কিবা বিচিত্র অভিনব !
বিদেশী শাসকে হঠাতে যখন চলেছিল সংগ্রাম,
শুনিনিত সেই স্বাধীনতা রণে তোমার দলের নাম !
কংগ্রেসী দল লড়েছে দেখেছি বিদেশী শাসক সাথে,
তুমি দেখা দিলে জ্যোতিষির রূপে নব চেতাবনী হাতে-
"শ্বেত রাজত্ব অবসানে হবে পীতের অভ্যুদয়"
কহিলে, তোমার "শাস্ত্রের লেখা কখনো মিথ্যা নয়"।

দেশের লোকের মনের গহনে পীতেরে আনিতে টানি
তখনি কি তুমি বীজ ছড়াইলে হাতে লয়ে চেতাবনি?
পৃথিবী জুড়িয়া বাঁধিল সমর ইউরোপে জার্মানে
নেতাজী সুভাষ হন অন্তর্ধান সুযোগের সন্ধানে।
ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিবার
নেতাজীর প্ল্যানে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দম হিটলার,
সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দানে তাঁহারে আশ্বাসিলা.
মহাসম্মানে নেতাজী নামেতে তাঁহারে সম্বোধিলা।
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়াছিলে তুমি ঘৃণাভরে
ঈঙ্গ-রাশিয়া মিতালি হইতে তোমার টনক নড়ে।
রাতারাতি ভোল পালটালো তব, ঘৃণা হোলো অবসান
জনযুদ্ধের ধুয়া ধরি তুমি হইলে যে আগুয়ান।
দেশদ্রোহী ও ফ্যাসিস্ত বলিয়া দিয়া প্রকাশ্যে গালি
নেতাজীর শির ব্রিটিশ শাসকে দিতে চেয়েছিলে ডালি।
ইতিহাসে লেখা এ কলঙ্ক রেখা—তবু মোরা ভুলে যাই,
আপাতমধুর বুলি যে তোমার কান পেতে শুনি তাই।
আমাদের ভুলো মন,
বারে বারে তব পরিচয় পাই—তবু ভুলি পরক্ষণ।
চীনা দস্যুরা গ্রাসিল যখন আমার দেশের মাটি
শিহরি উঠিনু হেরি পুনরায় তোমার স্বরূপ খাঁটি।
মুখোস আড়ালে লেলিহান তব লোভের বহ্নি-শিখা
জ্বলে ধিকি ধিকি—হাতছানি দেয় কত মায়া মরীচিকা।

Scanned with CamScanner

দলীয় স্বার্থে, গদী লালসায়, অন্ধ আবেগে তুমি
বিদেশীর পায়ে ডালি দিতে চাহ আপন মাতৃভূমি !
ছুটেছিলে তাই বরণ করিতে চীনা ড্রাগনের দলে
কত না গোপন ষড়যন্ত্র তুমি করেছিলে তলে তলে।
সেদিন তোমারে ক্ষমা করে নাই জাগ্রত জনগণ
ঘৃণাভরে তোমা ধিক্কার দিল শত সহস্র জন।
আজিকে আবার ভোল পাল্টাইয়া জন-দরদীর সাজে
জনতায় পুনঃ ধোঁকাবাজি দিয়ে ভোট চাহ কোন লাজে ?
মহাভারতের মহান জনতা হও সবে সাবধান !
ভুলিয়া যেও না দেশমাতৃকার যারা করে অপমান,
যারা খাল কেটে কুমিরে ডাকিয়া আনিবারে চাহে দেশে,
তাহার ধোঁকায় ভুলিয়া আবার ভুল করিও না শেষে।
চীনের তোষণে যারা উৎসুক, সদা উন্মুখ যারা
হাজার দরদ দেখালেও তবু দেশের শত্রু তারা।
তাহার হাতেতে তুলিয়া দিও না দেশের শাসনভার,
আপনার ভুলে মহা সর্ব্বনাশ কোরো না দেশের আর।
মহাভারতের নাগরিক মোরা হয়ে সবে একজোট
চল ভাই সব দিয়ে আসি মোরা কংগ্রেসে গণভোট।

[কাটোয়া মণ্ডল কংগ্রেসের আহ্বানে ৪র্থ সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে
রচিত : ১৭।২।'৬৭]

স্বাধীনতা সংগ্রামের শত বার্ষিকী

জাগ জাগ আজি হে ভারতবাসী
শোনোরে সকলে পাতিয়া কান,
শতাব্দ বিদারি শহীদ কণ্ঠে
ঐ উঠিয়াছে বিজয় গান।
শত বর্ষ আগে বাংলা, বিহার,
জাগে রাজপুত মারাঠারা আর
বিদেশী শাসন ছিন্ন করিতে
ধরিল কৃপাণ, তুলিল তান।

ক্ষুব্ধ ভারত হেরিল সেদিন
পর শাসনের ভীষণ রূপ
শতেক বরষে সোনার ভারত
হইয়াছে শুধু ধ্বংসস্তূপ
মুক্তি পাগল বীর সেনাদল
সৃজিয়া রে তাই ঘোর দাবানল,
ঝাঁপ দিল সবে সে মহা আহবে
মিলিত হিন্দু মুসলমান।

Scanned with CamScanner

গণ মানসের প্রথম চেতনা
স্বাধীনতা তরে সঁপিতে প্রাণ
সভয়ে সেদিন হেরিল শাসক
ভারতের মহা অভ্যুত্থান ;
বিচার বিহীন হত্যালীলায়
মাতিল শাসক পিশাচের প্রায়,
বালক, বৃদ্ধ, নারী বা পুরুষ
কেহ নাহি পেল পরিত্রাণ।

আজি ফিরে এল পনেরো আগষ্ট
ভারতের মহা পুণ্যদিন
এ শুভ লগনে জাগ নাগরিক
জাগো চাষী ভাই, জাগো নবীন।
এস সবে ভাই শহীদ বেদীতে
শ্রদ্ধা ভক্তি অর্ঘ্য দানিতে,
তৃপ্ত হউক শহীদ আত্মা
মুক্তি সুধায় করিয়া স্নান।

বাণী প্রেস: ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫০

গুণীন্দ্র স্মরণে

সুপ্ত দেশের লুপ্ত গরিমা ফিরায়ে আনিতে করিলে পণ।
দেশহিত ব্রতে দীক্ষা লভিয়া বরণ করিলে নব জীবন॥
সেদিন কাটোয়া জাগিয়া উঠিল তোমার অভয় চরণ স্পর্শে।
বন্দিল সবে দেশমাতৃকারে শ্রদ্ধার সাথে পরম হর্ষে॥
কোরাস :—ধন্য হইল কাটোয়া নগরী তোমারে বক্ষে প্রদানি স্থান।
দেশের সেবক দশের সেবক গুণীন্দ্রনাথ হে মহাপ্রাণ॥
জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া ডাক দিলে যবে অকুতোভয়ে।
ছুটে এল যত সেবক সেবিকা, তোমার প্রেরণা হৃদয়ে লয়ে॥
স্তব্ধ হইল বিদেশী শাসন, নাগপাশ যত পড়িল খুলে।
কারামন্দির দুয়ার খুলিয়া সাদরেতে বুকে লইল তুলে॥
কোরাস :—ধন্য হইল কাটোয়া নগরী ··· ···ইত্যাদি
রাজনীতি মাঝে কূটনীতি যবে গড়িয়া তুলিল কুটিল চক্র।
তুমি তা চাওনি—তাই চক্রীরা তোমার উপর হলেন বক্র॥
আসনের মোহ, গদীর লালসা তোমারে পারেনি করিতে জয়।
সত্য বলিয়া তুমি যা জেনেছ, প্রচার করেছ অকুতোভয়॥
কোরাস :—ধন্য হইল কাটোয়া নগরী ······ ইত্যাদি
বাংলার মাঝে কাটোয়ার স্থান তব সাধনায় হয়েছে উচ্চ।
বাংলা জেনেছে দেশের সেবায় কাটোয়ার দান নহেক তুচ্ছ॥
বাংলা দেশের জননেতা তুমি—কাটোয়ার তুমি আপন জন।
তাইত তোমার বিয়োগ-ব্যথায় গুমরি উঠিছে সবার মন॥
কোরাস :—ধন্য হইল কাটোয়া নগরী··········ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

জ্ঞানদীপ্ত হাস্য আনন স্থিতপ্রজ্ঞ হে মহাযোগী ।
সাধনায় তুমি সিদ্ধি লভিয়া হইলে পরম মুক্তি ভোগী ॥
বিগত বর্ষে এই দিনটিতে করিয়াছ তুমি মহাপ্রয়াণ ।
আজিকে তোমার স্মৃতি-বাসরেতে শ্রদ্ধা ভক্তি করিগো দান ।
কোরাস : - ধন্য হইল কাটোয়া নগরী তোমারে বক্ষে প্রদানি স্থান ।
দেশের সেবক মাতৃ সাধক গুণীন্দ্রনাথ হে মহাপ্রাণ ॥

॥ বাণী প্রেস, কাটোয়া : ১২ই ভাদ্র, ১৩৬৩ ॥

পথচারীর ডায়েরী

(১)

আমি যে উদাসী খেয়ালী পথিক ভাই,
পথে ঘাটে মাঠে বাউলের বেশেই
আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াই ।

পরাণে আমার কি যেন বেদনা,
হারানো কি যেন খুঁজিয়া পাই না,

তাই ঘাটে বাটে মানুষের হাটে
হারানো সে সুর খুঁজি সদাই ।
নগরে নগরে, জনতা যেখানে,
পল্লীর বুকে জটলায় স্থানে,
ট্রেণে, বাসে, ট্রামে, কত তীর্থ ধামে,
আমি আনমনে চলিয়া যাই ।
যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি,
যত চেঁচামিচি, যত কানাকানি,
কান পেতে শুনি সে সব কাহিনী
কবিতা ছন্দে লিখিয়া যাই ।
রৌদ্র তপ্ত সেদিন দুপুরে
চলিতেছিলাম পথে পথে ঘুরে,
সহসা তোমারে হেরিনু অদূরে
আমারে দেখিয়া হাসিছ ভাই ।
দুহাত বাড়ায়ে আমারে ধরিয়া
জোর ক'রে মোরে লইলে টানিয়া,
ছেঁড়া খাতাখানা লইলে কাড়িয়া
বাধা দান শুধু করি বৃথাই ।
তুমি নাকি মোর আপন গোত্র
প্রকাশ করিছ বারতাপত্র
তারি তরে তুমি যত্র তত্র
উপাদান খুঁজে ভ্রম সদাই ॥

যে ব্যথা আমার গানের খাতায়
উতলা হৃদয়ে শুধু গুমরায়,
সে নাকি তোমারে ডাক দিয়ে যায়
—আমার নাগাল পেয়েছ তাই।
আমি হতবাক তোমার কথায়
প্রকাশ করিতে তব পত্রিকায়—
উজাড়িয়া দিয়া যা ছিল খাতায়
জনারণ্যে পুনঃ মিশিয়া যাই॥

(২)

আজিকে দুপুরে কেনারাম ভাই মোরে
ডেকে কয় "দাদা; কোথায় চলেছ এ ভীষণ রোদ্দুরে ?
এক কাপ চা খেয়ে যাও দাদা, বসোনা একটুখানি"
আমি কহিলাম—"ঠিক যেন চা-ই চাইতেছিলাম আমি।"
ধুমায়িত কাপ হাতে নিয়ে আমি বসিলাম একপাশে
দেখিলাম ঘরে কয়টি তরুণ ফেটে পড়ে উল্লাসে।
"চৌদ্দ শরীকে যুক্তফ্রন্ট গড়িয়াছে বাংলায়
কংগ্রেসী দল হয়ে নাজেহাল করিতেছে হায় হায়।
উচিৎ শাস্তি পেয়েছে এবার যত ভণ্ডের দল.
ঘোষ ও সেনের খোঁতা মুখ ভোঁতা হইয়াছে অবিকল।
এ কথা কি কেউ কখনো শুনেছো পাঁচ সিকে কেজি চাল ?
ধনীর স্বার্থে কংগ্রেসীরা করে শ্রমিকেরে নাজেহাল।

তার প্রতিফল পেয়েছে ভালই কংগ্রেসী সরকার,
ট্রেণে বাসে ট্রামে আগুণ লাগায়ে করিয়াছি ছারখার।
এবার বাংলা রাহুমুক্ত হোলো, শেষ হোল কুশাসন,
স্বস্তির শ্বাস ফেলিবে এবার মজুর শ্রমিকগণ।
তবু এক কথা বুঝিতে পারি না—মুখ্যমন্ত্রী পদ
অকারণে কেন অপরে পাইল ? এ আবার কি-আপদ!"
অপর তরুণ কহিল তখন "বুঝিলে না হাঁদারাম
কূট রাজনীতি বোঝার সাধ্য নাই তব গুণধাম!
গোপন বার্ত্তা যদি কমরেড্ শুনিবারে তুমি চাও
কেনারামে পুনঃ এক কাপ করি চায়ের অর্ডার দাও।"
হুকুম তামিল হইলে তরুণ কহিল "শুন হে ভাই
কমুনিষ্ট দলে এমন বিপদ আর কভু আসে নাই।
চীনা অভিযানে কিছুকাল মোরা হয়েছিনু কোণঠাঁসা
আনাচে-কানাচে তবুতো রে ভাই বেঁধেছিনু বাসা খাসা!
গোপন চক্র নিশা অভিযান তবু ত কায়েম ছিল,
'অজয় চক্র' হঠাৎ গজিয়ে বিপদ ঘনিয়ে এলো।
ভেবে দেখ মোরা দীর্ঘ দিন ধরি শ্রম করি অবিশ্রাম
মজুর শ্রমিকে দলেতে টানিতে কত কিছু করিলাম।
শ্রমিক দরদী সাজিতে বন্ধু কত অশ্রু অপচয়
করেছি তাহার পরিমাণ মাপা কাহারো সাধ্য নয়।
রাশিয়া চীনের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বছর বছর ধরি
ডান বাম হাতে গ্রহণ করেছি কত না ফিকির করি'।

কত না মিথ্যা ভাঁওতা ও ধোঁকা দিয়াছি যে কানে কানে,
মালুম আছে তা কমরেড্ দলে সকলেই তাহা জানে।
লক্ষ্য মোদের রাষ্ট্র কাঠামো কম্যুনিষ্ট ছাঁচে ঢালা,
সত্য-ন্যায়-নীতি আপাততঃ থাক্ মাথার উপর তোলা।
রাষ্ট্রের গদী দখল করিতে যেন তেন প্রকারেণ
মেজরিটি চাই, তবু তো রে ভাই সুযোগ পাই না হেন!
কত না বছর কেটে গেল তবু কয়টি আসন পাই,
লক্ষ্য এখনো সুদূর অস্ত, সহসা ত আশা নাই।
এমন সময় এলো কোথা হ'তে 'অজয়ের' ভরা বান,
দীর্ঘ দিনের এত আয়োজন হয় বুঝি খান খান।
অজয়ের বানে সবই ভরাডুবি করে সবে অনুমান,
মাত্র পাঁচ মাসে সমান আসনে হইল সে অধিষ্ঠান!
এ ভরা জোয়ার সম বেগে যদি বেয়ে যায় কিছুকাল,
কম্যুনিষ্ট আদি কোনো দলই তবে পানিতে পাবে হাল।
এবার যদি সে না করে বরণ গদিয়ানী তকমাটি,
আগামী বারের নির্ব্বাচনে তার সুনিশ্চিত মেজরিটি।
কমরেড্দের প্রবল শত্রু নহে নহে কংগ্রেস,
আপাতঃ প্রবল শত্রু, 'নবীন বাংলার' উন্মেষ।
কূট কৌশলী নায়ক মোদের অতি বড় বিচক্ষণ,
শত্রুকে কভু বাড়িতে দিব না এই করিলেন পণ।
অতি সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে খান খান করি চিঁড়ি
দেখেন, 'অজয়ে' তীব্র অভিমান বহিতেছে ধীরি ধীরি।

সেই অভিমানে উত্তেজনা দানে পুনঃ সঞ্জীবিত করি,
অতি সুকৌশলে মুখ্য মন্ত্রীর টোপ দিল মুখে ধরি।
সে টোপ অজয় গিলিল নিমিষে হইল কিস্তিমাৎ!
একটি ঢিলেতে কত পাখী হোলো একেবারে কুপোকাৎ।
আরো বারো দল একই প্রলোভনে বন্ধন মানি নিল,
মেজরিটি লভি নায়ক মোদের অন্তরেতে পুলকিল।

শোন গো বন্ধু শোন,

আর আশা নাই মাথা খাড়া করি দাঁড়াবে ইহারা পুনঃ।
বিশ বছরের গদী হারাইল কংগ্রেসী বীরগণ,
দীর্ঘ কালের শত্রু নিপাতে আমাদের খুশি মন।
এবার যাহারা বাকী রয়ে গেল—ফুৎকারে উড়ে যাবে,
শরীকানী করা আমাদের সাথে কিবা মজা টের পাবে।
এই গাঁটছড়া রবে না অটুট মোরা তাহা ভাল জানি,
তবু কিছুকাল মোহ কাটিবে না মনে মনে অনুমানি।
এই অবসরে পাতিয়া ফেলিব দেশ জোরা বেড়া জাল,
টানিব যখন রুই কাতলেরা হবে সব বেসামাল।
হেলাভরে মোরা নখেতে টিপিয়া খতম করিব সবে,
কমরেড্দের আশার স্বপন তখনি সফল হবে।
তাইতো মোদের এত উল্লাস, কমরেড্গাহ জয়।
বুদ্ধির জোরে জিতেছি আমরা, শত্রুরা হোক ক্ষয়।"
হৈ হুল্লোরে কমরেড দল উঠে গেল তড়বড়ি
গালে হাত দিয়ে আমি এক কোণে রহিয়াছিলাম পড়ি।

Scanned with CamScanner

কেনারাম কহে "ও বাউল ভাই ! ঘুমায়ে পড়িলে নাকি ?
আজব দুনিয়া, কত কিছু আরো জানিতে রয়েছে বাকি।
এবার দোকানে ঝাঁপ উঠাইব খাইতে যাইব আমি।"
ঝোলাঝুলি নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি পথেতে আসিনু নামি॥

(৩)

রৌদ্র তপ্ত বেলা অবসান।
গোধুলির ম্লান আলো
ধীরে ধীরে ঢাকিছে বয়ান।
ক্লান্ত পদ বুঝি কিছু বিশ্রামের আশে
টেনে নিয়ে গেল মোরে প্রান্তরের পাশে
এক বটবৃক্ষ তলে। সেই বৃক্ষচ্ছায়ে
তাপ দগ্ধ দেহখানি দিলাম বিছায়ে।
মৃদু-মন্দ সমীরণ চৈতালি সন্ধ্যায়
মুদিত নয়নে বুঝি পরশ বুলায়।
জানি না তন্দ্রার ঘোরে কাটে কতক্ষণ,
অকস্মাৎ কর্ণ পশে মৃদু গুঞ্জরণ।
হেরিলাম শুভ্রবেশী ভদ্র দুইজন
বুঝিবা সেবিতে আসি সান্ধ্য-সমীরণ,
অদূরে প্রান্তর, পরে বসিয়া কখন
পরস্পরে করিছেন রম্য আলাপণ।—

—"আমি কিন্তু আপনারে রাখিনু বলিয়া—
দুই বৃদ্ধ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া
পয়জার অপমান করিয়া সম্বল
ভগ্ন মনে ফিরিবেন ছাড়ি গোঁরাকল।"
—"আমি শুধু ভাবিতেছি বিস্মিত হৃদয় !
তেলে-জলে মেশামেশি—এ কেমনে হয় ?
ভিত্তি যার স্বার্থদুষ্ট ক্রুর হিংসাবাদ,
বিদেশী ইঙ্গিতে যারা ঘটায় প্রমাদ,
বিদ্বেষের বিষবাস্প ছাড়ি অবিরাম,
শ্রেণীতে শ্রেণীতে চাহে ঘটাতে সংগ্রাম,
হীন মিথ্যা প্রচারেতে বিভ্রান্ত করিয়া—
জনমনে অসন্তোষ বিষ উগারিয়া,
সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি দলি পদতলে,
জাতীয় সংহতি নাশ করি কুতুহলে,
ঘৃণ্য জঙ্গীবাদী শঠ বিদেশীর পায়ে,
আপন স্বদেশ যারা ডালি দিতে চাহে,
সেই দেশদ্রোহীদের সম্যক স্বরূপ
জানিয়াও এই দুই বৃদ্ধ অপরূপ
কেমনে এদের সাথে মিলাইল হাত !
এই কথা ভাবিতেছি আমি দিনরাত।"
হাসিয়া অপর ভদ্র কহেন তখন—
—"পূর্ব্ব কথা কিছু বন্ধু করহ স্মরণ।

Scanned with CamScanner

পড়িয়াছি বাল্যকালে মোরা রামায়ণ,
বিচিত্র চরিত্র সেথা—নাম বিভীষণ।
রাক্ষসের মাঝে সেই ধার্মিক প্রবর
নররূপী নারায়ণে সেবিতে তৎপর।
তাঁর নারায়ণ সেবা এত চমৎকার,
স্বদেশ স্বজন সব হয় ছারখার।
ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র আদি যত বীরগণ,
তাঁহারি কারণে সব হইল নিধন।
আপন আত্মজ বীর কুমার তরণী
পিতার কৃপায় পার হোলো বৈতরণী।
অবশেষে বিশ্বজয়ী দুর্মদ রাবণ
তাঁহারি চক্রান্তে হোলো সবংশে নিধন।
বিদেশী শ্রীরাম পদে শির নোয়াইয়া
ভক্তি গদ গদ চিত্তে শরণ মাগিয়া,
আপন স্বদেশ দিল ডালি বিদেশীরে,
ডুবিল স্বাধীন সূর্য্য সাগরের নীরে।
ভক্ত-প্রেমে বিগলিত বিদেশী শ্রীরাম
কহিলেন "অমরত্ব বর যে দিলাম।
যুগে যুগে বেঁচে থাকো ভক্ত বিভীষণ,
ইতিহাসে কীর্ত্তি তব হউক লিখন।"
দেবতার বর কভু না হয় নিষ্ফল,
হেরি তাই যুগে যুগে বিভীষণ দল,

আপন স্বদেশ দিতে বিদেশীরে ডালি
শত্রু সাথে চুপে চুপে করিছে মিতালী।
ত্রেতা যুগে লঙ্কাপুরে একা বিভীষণ
যে বিষ বৃক্ষের মূল করিল রোপণ,
আজি তাহা প্রসারিত শাখা প্রশাখায়
শত শত বিভীষণ তাহাতে গজায়।
ভারতের ইতিহাস দেখুন বিচারি
নিদর্শন রহিয়াছে সেথা ভুরি ভুরি।
শত শত খণ্ড রাজ্য, খণ্ডিত এ দেশ,
জাতিভেদ বর্ণভেদ তাহে সমাবেশ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপনার গণ্ডীর ভিতরে
সীমারেখা টানি তারা রাজত্ব যে করে।
সমগ্র ভারত তরে কারো চিন্তা নাই,
আপনার গণ্ডী নিয়ে ব্যস্ত যে সবাই।
জনগণ খায় দায় সুখে নিদ্রা যায়,
স্বদেশের তরে কেহ মাথা না ঘামায়।
খাদ্যের প্রাচুর্য্য আছে সম্পদ বৈভব,
অভাব ও অনটন নাহি অনুভব।
যেবা রাজা হোক তাহে কিবা আসে যায়,
তারা শুধু নির্ব্বিরোধ শান্তি সুখ চায়।
এদেশের সম্পদের প্রাচুর্য্য গরিমা
দেশে দেশে প্রচারিয়া আপন মহিমা,

Scanned with CamScanner

দুর্দ্দান্ত লোভের টানে কত বিদেশীরে
টানিয়াছে কতবার আপন মন্দিরে।
ভিন দেশী দস্যুদল আসি বার বার
লুঁটিয়াছে বুক ভরা সম্পদ তাহার ;
সম্পদের লোভ ক্রমে রাজত্ব লিপ্সায়
প্রলুব্ধ বিদেশীগণে ডাকে ইসারায় ।
আসিয়াছে শক, হুন, তাতার. মোগল,
ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের দল
কেহবা রাখিয়া গেল লুণ্ঠনের ছাপ,
কেহ ক্ষত চিহ্ন, কেহ প্রবল প্রতাপ,
কেহ ফিরে গেল, কেহ ফিরিল না আর,
ছলে বলে রাজ্যভার করি অধিকার।
এ দেশের বুকে করে বসতি স্থাপন
ভারতই স্বদেশ বলি মানিল তখন।
এদেশের কুলাঙ্গার বিভীষণগণ
সমাদরে বিদেশেরে করিয়া গ্রহণ,
অন্ধি সন্ধি গুপ্ত পথ দেখায়েছে তারে;
সহায়তা করিয়াছে তারে বারে বারে ।
বিলাত হইতে যারা এলো অবশেষে
বিনয়ের অবতার বণিকের বেশে,
বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে হঠায়ে সবারে
বাণিজ্যের অধিকার করায়ত্ব করে।

চতুরের চূড়ামণি বণিকের দল
এদেশের পরিস্থিতি বুঝিল সকল।
রাজরীতি গণরীতি স্বার্থরীতি আর
সকলি আসিল নখদর্পণে তাহার।
বিভীষণ দলবলে মুহুর্ত্তে চিনিল,
সমাদরে তাহাদেরে কোলে টানি নিল।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ, লোভের বাসনা
বিশ্বাসঘাতকগণে যোগায় প্রেরণা।
ষড়যন্ত্র কপটতা আর মিথ্যাচার
বিদেশীর করে তুলে দিল রাজ্যভার।
তারপর দীর্ঘকাল বিদেশী শাসন,
তারো মূলে রহিয়াছে বিভীষণগণ।
তথাপি একথা বন্ধু করিব স্বীকার
অশিবের মাঝে শিব জাগে পুনর্ব্বার।
বিদেশীর সুকৌশল রণ অভিযানে
নৃপতিরা একে একে পরাজয় মানে।
খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য আর গণ্ডি রেখা
ভেঙ্গে চুড়ে এক দাসরাজ্য দিল দেখা।
রাজত্ব সম্পদ সব হারাইয়া শেষে
জাতীয়তাবোধ জাগে জাতি নির্ব্বিশেষে
অধীনতা অপমান, দাসত্বের গ্লানি
হিন্দু মুসলমান আদি সবে টানি আনি,

Scanned with CamScanner

আসমুদ্র হিমাচল এক সূত্রে গাঁথে
স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখে একদা প্রভাতে।
তারপর দীর্ঘকাল চালায়ে সংগ্রাম
দু'শত বছর পরে সিদ্ধি লভিলাম।
জাতীয় সংগ্রাম কালে বিভীষণগণ
ভুলে নাই আপনার খল আচরণ।
পদে পদে প্রতিহত করেছে প্রয়াস,
কত অভ্যুত্থান তারা করিয়াছে নাশ।
ধরাইয়া দিল কত দেশভক্ত জনে,
ফাঁসিকাঠে তুলে দিল কত মহাপ্রাণে।
এ সব কলঙ্ক কথা জলন্ত আঁখরে
লিখিয়াছে ইতিহাস তার পৃষ্ঠাপরে।
তথাপি আমরা বন্ধু সব ভুলে যাই.
বুকভরা জ্বালা বুকে গুমরে বৃথাই।
বর্ত্তমান ভুলে যায় অতীত কাহিনী,
বিভীষণ ইতিকথা কিছু নাহি জানি,
তাহারি পশ্চাতে দেখি কত জন ধায়
ছলা কলা ভরা তাঁর দরদী কথায়।
ছলনা ও প্রতারণা শাঠ্য, মিথ্যাচার
কলাবিদ্যা রূপে সবই আয়ত্ব তাহার।
যুগে যুগে নবরূপে তার অভ্যুদয়
সহজে সে ছদ্মরূপ চেনা সাধ্য নয়।

যদিও তাদের লক্ষ্য ঘৃণ্য জঙ্গীবাদ,
বিদেশীর হাতে দেশ সঁপে দিতে সাধ,
তথাপি মুখেতে তার দেশপ্রেম বুলি
কপটে ভাষণে তাই সবে যাই ভুলি!
এই বৃদ্ধ দুইজন সব কিছু জানে
তবু এরা মোহ-মুগ্ধ তীব্র অভিমানে।
অভিমানে ইহাদের বুদ্ধি লোপ হোলো
তাই নিজ সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিল!
গদীলোভে যার সাথে মিলাইল হাত,
একদা তাহারি হাতে হবে কুপোকাত।
তারপর পুনঃ যবে চেতনা জাগিবে,
তীব্র অনুশোচনায় সেদিন বুঝিবে,
কিবা সর্ব্বনাশ তারা করেছে দেশের—
এবে.বন্ধু ওঠা যাক রাত হোলো ঢের।
তারা উঠে গেল, আমি মৃদু হাসিলাম,
স্মৃতিকথা রোমন্থনে রাতি যাপিলাম।

আগষ্ট, ১৯৬৭ সাল।

(চার)

দীর্ঘ দিন প্রবাসের তীর্থ সাঙ্গ করি
কয়দিন আগে পুনঃ দেশে এনু ফিরি।
কলিকাতা যাব বলি ট্রেণেতে চড়িনু
খালি কামরায় একা উঠিয়া বসিনু।

একঘেয়ে শব্দ ক্রমে শুনিতে শুনিতে
ঝিমাইতেছিনু বুঝি ঢুলিতে ঢুলিতে।
হঠাৎ ষ্টেশনে এক ট্রেণটি থামিতে
সোরগোলে যাত্রীদল উঠে কামরাতে।
চাহিয়া দেখিনু সব ডেলি প্যাসেঞ্জার
অফিসে অফিসে নিত্য যাঁদের বিহার।
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হ'তে জুটি এক ঠাঁই
এক সাথে নিত্য যান ট্রেণেতে সবাই।
হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে হন ছাড়াছাড়ি
নিজ নিজ কর্ম্ম স্থানে যান তাড়াতাড়ি।
আবার সন্ধ্যায় সবে আসেন ফিরিয়া
কর্ম্ম ক্লান্ত অবসন্ন দেহটি টানিয়া।
যাওয়া ও আসার কালে ট্রেণে যতক্ষণ
সারাদিন অবসর মিলে ততক্ষণ।
এই অবসরে নিত্য বাক্যস্রোত বহে
রাজনীতি অর্থনীতি—কাব্যের প্রবাহে
তুমুল ঝটিকা নিত্য উঠে যে হেথায়
যতক্ষণ থাকে তারা রেল কামরায়!
আসনে বসিবামাত্র কহে একজন
বাঁচা গেল যুক্তফ্রন্ট হইল পতন।
ন' মাসের রাজ্যপাট উঠিল এবার!
হায় কি হোলোরে ভাই গোবিন্দ ভায়ার।

ভায়ার শ্রীমুখে কত গালভরা বাণী
শুনিয়াছি মোরা সবে দিবস যামিনী।
অক্ষম স্থবির বৃদ্ধ জাতীয় কংগ্রেস,
তার হাতে পড়ে মজে আমাদের দেশ।
এবার দেখ না সবে ফ্রণ্ট কিবা করে,
রামরাজ্য এনে দেবে আমাদের তরে।'
বাঙ্কের উপর হ'তে কহে অন্যজন
'গোবিন্দ ভায়ারে দাদা দোষো কি কারণ?
ভায়ার পরম প্রিয় কমরেড দল,
ন' মাসে নমুনা তার দিল যে সকল
তাহাতেও রামরাজ্য কিবা বোঝ নাই?
তবে আর কি রূপেতে তোমারে জানাই!'
যার উপলক্ষ্যে এই ভোগ্য ব্যঙ্গ বাণী,
সে গোবিন্দ সিগারেটে তীব্র টান টানি
ধুম্রজাল উগারিয়া কহিল তখন—
'কি আর বোঝাব তারে অবোধ যে জন।
চৌদ্দটি বিভিন্ন দল জুটি এক ঠাঁই
যুক্তফ্রন্ট গড়িয়াছে জানে তা সবাই।
ভিন্ন ভিন্ন মত পথ ভিন্ন বিবেচনা
একত্র করিতে চাই একাগ্র সাধনা।
কমরেড বন্ধুদের একান্ত চেষ্টায়
সে দুরূহ কাজ তবু হয়েছিল প্রায়।

Scanned with CamScanner

আর কিছুদিন যদি এ রাজ্য চলিত.
ত্যজিতে আপন মত সবে বাধ্য হোতো।
তারপর বিশ্বজন দেখিত সবাই
সাম্যবাদী ছাড়া হেথা অন্য দল নাই।
দেশের সমস্যা যত মিটে যেত সব,
ফিরিয়া আসিত পুনঃ বিভব বৈভব।
কিন্তু হায় অকৃতজ্ঞ কয়টি তেঁদর
ভেঙ্গে দিল রাজ্যপাট জোট বাঁধা ঘর।
তেমনি হইবে দেখো থোঁতা মুখ ভোঁতা,
দু' দিনের রাজ্যপাট মিলাইবে কোথা!
ছন্নমতি একগুঁয়ে ঘোষের নন্দন
ভাবিয়াছে হবে বুঝি কলঙ্ক মোচন!
বৃদ্ধকালে পুনরায় হইয়াছে সাধ
বিপ্লবেরে ঠেকাইবে দিয়া বালি বাঁধ।
আশীতেও নাবালক জানেনাক হায়
সাম্যবাদী বুনিয়াদ ভাঙ্গা নাহি যায়।
অজয়ের মত পুনঃ সেও বাধ্য হবে
ডুবে যেতে জনারণ্যে বিস্মৃতি রৌরবে।
ব্যাঘ্রের শাবক পেলে রক্তের আস্বাদ
ভুলিতে পারে না কভু যত সাধ বাদ।
সেইমত জনগণ রক্ত আস্বাদনে
মজিয়াছে হিংসাশ্রয়ী আত্মক্ষয়ী রণে।

দু' দিন সবুর কর দেখিবে আবার
তাশের প্রাসাদ ভেঙ্গে হবে চুরমার।
তখন এমন প্যাঁচ লাগিবেরে ভাই
বিনা পুনঃ নির্ব্বাচন অন্য গতি নাই।
সেই নির্ব্বাচনে হবে সঠিক নির্ণয়, '
ডুবিবে অথবা কার হবে অভ্যুদয়।'
অন্যজন বলে—'আর কোরো না বড়াই
কেরামতি কার কত জানে তা সবাই।
ভবিষ্যতে কিবা হবে সবি অনিশ্চিত,
এখন উঠিতে হবে একথা নিশ্চিত।
নেমে পড় বাঙ্ক হতে কর তাড়াতাড়ি
নচেৎ অফিস যেতে হয়ে যাবে দেরী'
হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতে থামিতে
কামড়াটি খালি হয় দেখিতে দেখিতে।
আমিও সবার সাথে কাঁধে নিয়ে ঝুলি
জনারণ্যে মিশে যাই মুখে হাঁই তুলি।

কাটোয়া : জানুয়ারী, ১৯৬৮ সাল।

Scanned with CamScanner

স্বয়ম্ভু প্রয়াণে

এ ভরা আষাঢ় করে হাহাকার
নাই নবনীত ঘন মেঘভার,
শোণিত-প্লাবিত ধরণীর বুকে
দ্বেষ হিংসা আজি করে মহামার।

দয়া-মায়া-প্রেম-প্রীতি বা কোথায়,
কোথা মানবতা এ পোড়া ধরায় ?
নরপশু ধায় দানবের প্রায়
হেথা হোথা সেথা ঘুরিয়া বেড়ায়।

স্বয়ম্ভু !
দেবাদিদেবের দূতরূপে তুমি
এসেছিলে বাছা এ ভারত-ভূমি
আপনার ব্রত সাধিয়া ধীমান
চলে গেলে মার পা দু'খানি চুমি।

ছাত্র শিক্ষকের প্রাণ বলিদান
তারি প্রতিবাদে তোর আত্মদান।
তাই কাটোয়ার বাল-বৃদ্ধ-যুবা
দিয়াছে যে তোরে শহীদ সম্মান।

পূতঃ পবিত্র শিক্ষানিকেতন
বাণী-বন্দনার রম্য উপবন,
সেথা হ'তে হায় সহসা তোমায়
হানিল অশনি প্রাণ বিদারণ।

বাণীর দেউলে অসুরের দল
অশনি হানিয়া হাসে খল খল।
ত্রাসে হতবাক, ডাকি ত্রাহি ডাক
পলায় ভারতি আঁখি ছল ছল।

দোলগোবিন্দের স্নেহের দুলাল
জননী শ্বেতুর তুমি নন্দলাল,
অন্তিম তৃষায় বারিবিন্দু হায়
পাও নাই বাছা এমনি কপাল।

এই অনুতাপে জনক জননী
করে হাহাকার দিবস রজনী,
পাগলের প্রায় সবারে শুধায়
কোথা স্বয়ম্ভু ? কোথারে বাছনি ?

ধিক আততায়ী, শত ধিক তোরে
জ্ঞানহারা হয়ে কি করিলি ওরে !
সে যে নিষ্পাপ উদার হৃদয়
বিনা দোষে তুই বধিলি তাহারে !

বিভুর চরণে জানাই আকুতি
পথহারাদের হউক সুমতি।
ভুলি হিংসা দ্বেষ, জ্ঞানের উন্মেষ
হউক সবার—মোর এ মিনতি।

(দাঁইহাট গীতা মন্দিরের আনন্দময়ী মায়ের মনোভাব অবলম্বনে)

Scanned with CamScanner

স্বয়ম্ভু স্মরণে

(পঙ্কিল রাজনীতির আবর্ত্তে বিভ্রান্ত নৃশংস আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত উদীয়মান দেশ সেবক স্বয়ম্ভু সিংহের উদ্দেশ্যে)

পুনঃ ফিরে এস তরুণ তাপস.ফিরে এস কাটোয়ায়,
তোমার বিরহে আজিও কাটোয়া করিতেছে হায় হায় !
এস মৃত্যুতারণ শঙ্কাহরণ অরাতি দর্পহারী,
এস রক্ত তিলক শোভিত তরুণ সুমহান ব্রতচারী !
এস জাগ্রত নব যৌবন-ধন, নির্ভীক নিরমল—
এস শান্তি মন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণ, প্রস্ফুট শতদল ।
এস হীনতা, দীনতা, ভীরুতা নাশিতে, অলকানন্দা-ধারা,
এস ভারত মাতার চরণ সেবিতে উল্লাসে মাতোয়ারা ।
এস যশ-গৌরবে পূত সৌরভে অমৃতের সন্তান,
এস সমাজ রাষ্ট্রে গণবিপ্লবে সৈনিক সুমহান ।
এস দেব স্বয়ম্ভূ ডমরু বাদনে মাভৈঃ মন্ত্র তুলি,
এস প্রলয়ঙ্কর প্রলয় নাচনে অশিবেরে পদে দলি ।
এয কাটোয়ার বুকে তরুণ নিতাই পাষণ্ডেরে দিতে কোল
এস জগাই মাধাই তারণে নিমাই বল হরি হরিবোল ।
এস প্রেম-বন্যায় ভাসাইয়া দিতে হিংসার অভিযান,
এস শহীদ বেদীতে অর্ঘ্য দানিতে সুমহান তাজা প্রাণ ।
এস মুক্ত ভারত তীর্থাঙ্গনে পিনাক দণ্ডপানি,
এস শান্তি সলিল সিঞ্চনে এস অমৃতের সন্ধানী ।
এস অন্যায় রণে রত রথীগণে শিখাইতে বীরাচার—
এস ক্ষমা-সুন্দর ভারত প্রথিক—লহ শ্রদ্ধা-উপহার ।

পুরীধাম : আষাঢ়, ১৩৭৬

অমৃত স্মরণে

দেশের সেবক দশের সেবক হে অমৃতময় মহান প্রাণ !
শান্তির তরে জীবন সঁপিলে, করিলে হে বীর আত্মদান !
প্রমোদ ভ্রমণে সাথীদের সাথে চলেছিলে তুমি হৃষ্ট মনে,
কেহ না জানিত নিদারুণ কাল কাটোয়া ষ্টেশনে প্রহর গণে ।
এক্সপ্রেস ট্রেণ, কামরূপ যাবে, প্রথম সেদিন পয়লা মে,
তোমরা সকলে টিকিট কাটিয়া অপেক্ষা করিছ প্লাট-ফরমে ।
ট্রেণের কামরা রুদ্ধ করিয়া এক উন্মাদ নিদ্রা যায়,
যাত্রীরা সব ছুটাছুটি করে, রুদ্ধ কামরা খুলিতে চায় ।
বাধা দিল যবে সেই উন্মাদ, গরজি উঠিল তরুণ দল,
ক্ষণেকে উঠিল কলকোলাহল, নিমেষে বাধিল মহা কোঁদল ।
ভীত উন্মাদ মরিয়া হইয়া বাহির করিল রিভলভার,
তুমি ছুটে গেলে বিরোধ থামাতে নিবারিতে মহানর্থ তার ।
সাথীগণে তুমি রুখে এক হাতে আর হাতে তারে থামাতে গেলে,
দিশাহারা হয়ে সেই উন্মাদ গুলি হানে তব বক্ষস্থলে !
প্রমোদ ভ্রমণ হোলোনাক আর—কামরূপ ট্রেণ চলিয়া যায়,
তাজা খুনে রাঙ্গা ক্ষীণ তনু তব ধরার ধূলায় পড়ি লুটায় ।
শিহরি উঠিল স্তব্ধ রজনী বুঝিবা ধরণী কাঁপিয়া উঠে,
আকুল হইয়া কাঁদি সমীরণ নিদারুণ বাণী বহিয়া ছুটে ।
চকিতে কাটোয়া জাগিয়া উঠিয়া হাহাকারে বুঝি ফাটিয়া পড়ে,
পথে পথে শুধু রুদ্ধ আবেগ ফুলিয়া ফুঁসিয়া গুমরি মরে ।

Scanned with CamScanner

চির-চঞ্চল তরুণের দল বিমোহিত ছিল তোমার প্রেমে,
তোমারে হারায়ে কি গভীর ব্যথা তাহাদের প্রাণে এসেছে নেমে!
সেই সুমধুর অমিয় মুরতি সবাকার প্রিয় অমৃত নাই,
সেই 'অক্রোধ পরমানন্দে" আর কি কাটোয়া পাবে রে ভাই!
দুদিনের তরে আসিয়া হেথায় জিনিয়া লইলে সবার প্রাণ
হানাহানি ভরা কাটোয়ার বুকে তুমি তুলেছিলে শ্বেত নিশান।
তুমি চলে গেলে তোমার স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে যে পড়ে,
আরো একদিন এসেছিলে তুমি এই কাটোয়ার বক্ষ 'পরে।
পাষণ্ড পীড়নে সেদিন কাটোয়া বুঝি ডেকেছিল আর্ত্তস্বরে
তাই এসেছিলে করুণা করিয়া তরিবারে সেই নারকী নরে।
সেদিনও দেখেছি রঞ্জিত হোলো কাটোয়ার ধূলি শোণিতে তব,
আরো দেখিলাম নিমেষে নারকী হয়ে গেল সাধু কী অভিনব!
প্রেমের আবীরে রঞ্জিত এই কাটোয়া নগরী পুণ্য ধাম,
বহুরূপ ধরি প্রেম আসে হেথা পাতকীর দলে করিতে ত্রাণ॥
হিংসা হেথায় মান নাহি পায়, ঘোষিত হেথায় প্রেমের জয়,
স্বরূপ প্রমাণ "স্বয়ম্ভু" "অমৃত" রূপেতে তোমার অভ্যুদয়।
ব্যথাতুর প্রাণা কাটোয়া নগরী—আশা জাগে মনে গোপনে চুপে
আসিবে আবার বুকে পুনরায় প্রেমের পূজারী কোন সে রূপে!
ধন্য কাটোয়া, বীর সন্তান স্বয়ম্ভু-অমৃতে বক্ষে ধরি—
দুটি শুকতারা চির উজ্জ্বল রহিবে তোমার জীবন ভোরই!

[আততায়ীর গুলিতে নিহত ছাত্র নেতা অমৃতময় চট্টোপাধ্যায়-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি]

Scanned with CamScanner

হাসপাতাল

আর্ত্ত আতুর রোগীদের তরে সদাই মুক্ত দ্বার
হে সেবাসদন, দীনের বন্ধু তোমারে নমস্কার।
যে জন আর্ত্ত তার সংকটে তুমি সন্তাপহারী,
আহত জনের ব্যথা বিদূরিতে তুমি যে গো ব্রতধারী।
ক্ষীণ-আয়ু জনে আয়ু প্রদানিতে কত উদ্যোগ তব,
আধুনিকতম বিজ্ঞানবলে প্রচেষ্টা অভিনব।
রোগ জীর্ণ তনু, নিমিলিত আঁখি নড়িতে সাধ্য নাই.
তোমার উদার বাহু প্রসারিয়া কোলে তারে দাও ঠাঁই।
ব্যথাতুর যেবা, বেদনার ভারে ন্যুব্জ কুব্জ দেহ,
তাহার বেদনা প্রশমন তরে বিগলিত তব স্নেহ।
আসন্ন-প্রসবা জননী আসিছে তোমার ভবন দ্বারে,
মমতা মাখানো সমাদরে তুমি কোলে তুলে নাও তারে।
কেহ বা আসিছে তোমার বক্ষে—হতজ্ঞান হতবাক,
কেহ বা বিকারে প্রলাপের ঘোরে হাঁকারে বিকট ডাক।
সম মমতায় সবারে দিতেছ তোমার বক্ষে স্থান,
নাহি ভেদাভেদ প্রদেশ জাতির নাই কোনো অভিমান।
কেহ সুস্থ হয়ে বিদায় মাগিয়ে হাসি মুখে গৃহে যায়,
অন্তিম শ্বাস কেহ বা ফেলিয়া মাগিছে শেষ বিদায়।
নীরব ভাষণে তুমি সম ভাবে উভয়ে বিদায় দাও,
সুখ দুঃখের কত না আবেগ অন্তরে এঁকে নাও।

প্রতিটি শয্যা কত স্মৃতি মাখা কে তাহা বলিতে পারে
শুধু তুমি তার নীরব সাক্ষী যুগান্তের পারাবারে !
আমি কবি এক কঠিন পীড়ায় আজি অবসন্ন হ'য়ে
তোমার অঙ্কে লভি' আশ্রয় ভাবি শয্যায় শুয়ে—
কতজন আসে, কত চলে যায়, কেহ কি তোমার কাছে
জানিতে চেয়েছে সে কাহিনী যাহা তব বুকে লেখা আছে ?
কত সুনিবিড় ব্যথার পুঞ্জ, কত হাসি কত গান,
আশা নিরাশার কত যে দ্বন্দ্ব, কত মান অভিমান,
কত রোমাঞ্চ, কত না আবেগ শত বৈচিত্রময়—
তব হৃদয়ের পরতে পরতে প্রতিদিন লেখা হয় !
তুমি নহ শুধু ইষ্টক স্তুপ বিরাট বিপুল দেহ,
তব অন্তরে রয়েছে গোপন কত মায়া কত স্নেহ !
কে বলে তোমায় নিরেট পাষাণ নির্ব্বাক—ভাষাহীন ?
কে বলিছে তব অনুভূতি নাই শ্রুতি স্মৃতিবোধ ক্ষীণ ?
আমি যে শুনেছি মর্ম্মরে তব মর্ম্ম-গুঞ্জরণ !
পাষাণের তলে হেরেছি মমতা-ফল্গু প্রস্রবন !
তাই তব পানে চেয়ে থাকি সদা আমি যে সবিস্ময় !
হে সেবা-সদন, তব সেবাব্রত হোক চির অক্ষয় ।

———

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
চক্রবর্তী ওয়ার্ড (বেড নং-৬৮) : ৯ই শ্রাবণ, ১৩৭৭

'সিষ্টার – দিদিমনি'

হাসপাতালের শয্যার 'পরে রোগী ও রোগিণীগণ
রোগের তাড়নে অসহায় তারা অতি বিচলিত মন ।
দুর্ব্বল তারা, আশাহত তারা—শান্তি নাহিক প্রাণে
কোথা মাতা পিতা ভাই বা ভগিনী কিছু তারা নাহি জানে ॥
কেহ সকাতরে ডাকে 'মা' 'মা' বলি, আঁখি দুটি ছল ছল
কেহ নির্ব্বাক পড়ে আছে শুধু, কেহ বা চাহিছে জল ।
কেহ হতজ্ঞান, চক্ষু মুদিয়া পড়ে আছে মৃতপ্রায়
কেহ উচ্চস্বরে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিয়া যায় ।
তাহাদের পাশে কে আসি দাঁড়ায়, কেবা জল দেয় মুখে ?
ঔষধ আনি কে খাওয়ায় তারে, সান্ত্বনা দেয় বুকে ?
কভু দেখে জ্বর নাড়ীর প্রগতি চাহিয়া ঘড়ির পানে,
মুখ প্রক্ষালন করে দেয় কারো, কাহারো পথ্য আনে ।
উঠিতে বসিতে অক্ষম অতি দুর্ব্বল রোগীগণে
জননীর মত খাওয়াইয়া দেয় স্নেহ ও করুণা সনে ।
মাথা ধুয়ে দেয়, গাত্র মুছায়, বিছানা গুছায়ে দেয়,
রোগীদের যত বাহ্য ক্লান্তি নিঃশেষে মুছে নেয় ।
ডাক্তার আসি দেখে যান রোগী, বলেন প্রতিবিধান,
সহকারীগণ রোগীর টিকিটে সে বিধি লিখিয়া যান ।
প্রতিটি বিধান খুটিনাটি সহ মিনিট ঘণ্টা ধরি
কে করে পালন হাসি মুখে তাহা নিয়ম নিষ্ঠা করি ?

Scanned with CamScanner

অসহায় রোগী দেখিছে চাহিয়া তাহার সেবার তরে
কাহার নয়ন সদা জাগ্রত দিবস রাত্রি ধরে ?
আকুল পরাণে তাই তারা ডাকে 'সিষ্টার' 'দিদিমনি' !
শুনি ছুটে যায় কে তারে শুধায়—'কিবা ক্লেশ তব শুনি' ?
দুর্ব্বলের প্রাণে বল দেয় কেবা, হতাশেরে দেয় আশা,
তাহাদের গুণ বর্ণিবারে পারি নাহিক তেমন ভাষা।
ধন্য সেইজন, যেজন প্রথম ডাকে তোমা 'সিষ্টার'
তোমার মহিমা সে বুঝেছে ঠিক, সঠিক আহ্বান তার।
সুদূর অতীতে সাগরের পারে শ্বেতকায় জাতিগণ
রণ রঙ্গে মাতে,—পড়ে রণভূমে হতাহত যত জন।
আহত জনেরে শুশ্রূষা দিতে স্বেচ্ছায় কেবা যায় ?
মানবীর বেশে বুঝি কোনো দেবী ছুটে পাগলিনী প্রায়,
জ্ঞানহারা সেনা জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবিস্ময়ে দেখে চেয়ে,
তাহার শিয়রে ব'সে কোনো দেবী ভগিনী-সুলভ স্নেহে।
নীরবে তাহার ক্ষতেতে প্রলেপ দেয় সুকোমল করে—
'সিষ্টার' বলি ডাকে সৈনিক অতীব আবেগ ভরে।
প্রথম যে নামে ডাকিল তোমায় আহত ব্যথিত প্রাণ,
সেই নামে তব বিশ্ব জুড়িয়া উঠে বন্দনা গান।
ওপারে এপারে শুনি সেই ডাক 'সিষ্টার' 'দিদিমনি'
যোগ্যতর ডাক এর চেয়ে কিছু আমি ত নাহিক জানি।
ভগিনীর স্নেহ-প্রীতির পরশ বাংলার ঘরে ঘরে
কি মায়া কাজল পরাইয়া দেয় শুচি-সিঞ্চিত করে !

'ভায়ের কপালে পরায়ে তিলক কাঁটা দিই যম দ্বারে'
এমন উক্তি ভগিনী ব্যতীত বল কে করিতে পারে ?
যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে তাই, হে মোর ভগিনীগণ !
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষিতে তোমাদের দৃঢ় পণ।
একাধারে তোরা ভগিনী জননী, ভবানী-প্রতিভূ তোরা
হানাহানি ভরা দুনিয়ার মাঝে তোদের নাহিক যোড়া।
সমাজে সবাই কর্ম বিমুখ, শুধু 'দাও' 'দাও' রব,
তার মাঝে এই অনলস সেবা অতুলন বৈভব।
টাকার অঙ্কে এ সেবার দাম যাহারা কষিতে চায়,
তারা নির্বোধ, এ সেবা কি কভু টাকা দিয়ে কেনা যায় ?
জননী স্বরূপা ওগো দিদিমনি ! তোমাদের তরে তাই
রেখে গেল শুধু শ্রদ্ধা প্রণতি তোমাদেরি এক ভাই।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
চক্রবর্ত্তী ওয়ার্ড (বেড নং-৬৮) : ৩রা আগষ্ট, ১৯৭০

Scanned with CamScanner

ব্যাধি ও মানব

'ব্যাধি-মন্দির মানব শরীর'—এ কথা প্রবাদ কথা
মানব সৃষ্টি সাথে সাথে তাই ব্যাধিও এসেছে তথা।
মানবের পরে আপন প্রভাব বিস্তার করিবারে
ব্যাধি নানারূপে মানবের দেহে পশিয়াছে বারে বারে।
সুস্থ সবল মানব শরীর ব্যাধির প্রকোপে পড়ি'
হ'য়ে বলহীন, ক্রমে আয়ু ক্ষীণ, মৃত্যু লয়েছে বরি'।
বিধাতা সৃষ্ট জীবকুল মাঝে মানব শ্রেষ্ঠ, তাই
সে তো নির্ব্বিচারে ব্যাধির প্রতাপ মেনে নিতে পারে নাই।
চরক, সুশ্রুত, সায়নাচার্য্য আদি সুধী মুনিগণ
ব্যাধির স্বরূপ, নিদান, কারণ করি বহু বিশ্লেষণ।
লতা গুল্মআদি ওষধি সহিত নানা ধাতু, রসায়ন
ব্যাধি নিরসনে ভেষজ আকারে করিলেন রূপায়ন।
সে ভেষজ দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে নিরাময় সবে হয়
সেই পুরাকালে ব্যাধি সহ রণে মানবের হোলো জয়!
সেকাল হইতে ব্যাধি ও মানবে চলিতেছে সংগ্রাম
আজো অব্যাহত সেই রণধারা অনুক্ষণ অবিরাম।
সে যুগের সেই ভিষক্-আচার্য্য আজিকার ডাক্তার
মহামানবের উত্তরসুরী—যোগ্য প্রতিভূ তার।
ব্যাধি নিতি নিতি নবতর রূপে আজিও উদয় হয়
মানবের 'পরে তাহার প্রকোপ আজো কিছু কম নয়।

তথাপি তাহারে মানিতে হয়েছে পরাজয় বারে বারে
মানব-প্রজ্ঞা জয় লভি' নিতি বিস্মিত করে তারে।
সুধীবৃন্দ যত বিজ্ঞানেরে আনি কল্যাণের সাধনায়
প্রকৃষ্টতর নবীন ভেষজ আবিষ্কার ক'রে যায়।
সেই প্রবুদ্ধ সুধীজন আর সুবিজ্ঞ ডাক্তার
স্বেচ্ছায় যাঁরা নিয়েছেন তুলে মানব সেবার ভার।
বরণীয় তাঁরা, স্মরণীয় তাঁরা, পূজনীয় তাঁহারাই
সেবাব্রতধারী সে মহানগণে প্রণাম জানিয়ে যাই।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
মার্টিন ওয়ার্ড (বেড নং-৩১২) : ৯ই আগষ্ট, ১৯৭০

Scanned with CamScanner

বাপুজী প্রয়াণে

আচম্বিতে অশনি নির্ঘোষ সম
একি দুঃসংবাদ কর্ণে আজি পশিলরে মম—
'নাই ! ওরে নাই ?
জাতির জনক আজি আর বেঁচে নাই !'
সেই সৌম্য কটীবাস পড়া
ক্ষীণ তনুখানি মমতার সিন্ধু দিয়ে ভরা— ;
দীনবন্ধু মানব প্রেমিক,
সুকঠিন অভিমন্ত্রে গড়া সে বীর নির্ভীক,
ভারতের মুক্তিদাতা ভয়ত্রাতা সেই মহাপ্রাণ,
মহাত্মাজী আজি গত প্রাণ !
কে রে ও নিষ্ঠুর—
বক্ষ মাঝে পুষ্ট খল সর্প সম ক্রুর
দংশন করিলি তাঁরে !
বিশ্বজন মুগ্ধ নেত্রে যাঁহারে নেহারে !
যাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেশে দেশে হইল প্রচার,
বিশ্ববাসী যাঁরে দিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উপহার
যাঁর প্রেম দুষ্কৃতেরে দুষ্কৃতি ভুলায়,
আপন অন্যায় বুঝি অনুতাপে প্রতিকার চায়
যে অমোঘ নীতি মন্ত্রে বিচলিত বিদেশী শাসক,
আপন অন্যায় স্মরি' তুলে বদ্ধ রাখিয়া শায়ক

শান্তিপূর্ণ চাহি প্রতিকার—
ভারতবাসীর করে ফিরে দিল পুনঃ রাজ্যভার ;
যাঁর বাণী অবিরাম প্রার্থনা সভায়—
সবার প্রাণের দ্বারে প্রতিদিন আকুতি জাগায়—
"ভুলে যারে হিংসা দ্বেষ, ভুলে যারে জাতি অভিমান
অস্পৃশ্যতারে পরিহরি ভাই ভাই হ'রে এক প্রাণ—
যে তোমারে হানিছে আঘাত
আঘাতের পরিবর্ত্তে তারে নাহি হান প্রতিঘাত।
কাহারে হানিবে তুমি ? সে যে তব ভাই !
হানাহানি ভুলে তারে কোলে দেরে ঠাঁই !"
হানাহানি ভরা এই পৃথিবী মাঝারে
ক্ষমা-সুন্দর শান্তি-ব্রতী মহান আত্মারে
গুলি বিদ্ধ করিয়া পামর
ভারতের বক্ষ মাঝে হানিলি রে মর্ম্মভেদী শর।
হাহা হাহা রবে তাই আকুল ক্রন্দনে
প্রতিটি মানব মন ক্ষুব্ধ আজি বিপুল স্পন্দনে।
বিশ্বব্যাপী উঠে হাহাকার—
ভারতের মর্ম্ম মাঝে বাজে আজি প্রতিধ্বনি তার।

* * *

ধীরে ধীরে ধীরে
অতীতের যবনিকা খুলে যায় মনের মন্দিরে।

Scanned with CamScanner

ওকি দেখা যায় ?
ক্রুশবিদ্ধ যিশু মূর্ত্তি ভেসে উঠে মানস ছায়ায়।
ধর্ম্মের গ্লানিতে ভরা এই বিশ্ব মাঝে—
মানবের অহঙ্কার রুদ্ররূপে পূর্ণ হয়ে রাজে।
মানবের 'পরে মানবের অত্যাচার,
হিংসা দ্বেষ জর্জ্জরিত ক্রুর ব্যবহার,
ধর্ম্মের শান্তির মর্ম্ম করি খান খান
মহাদর্পে চালায়েছে মহা অভিযান।
যীশুখৃষ্ট রূপে তথা তুমি এসেছিলে,
শান্তির অমৃত বাণী তুমি প্রচারিলে।
মানবের কলুষের ভার
নিজ হাতে নিয়েছিলে তুলে তুমি বক্ষে আপনার।
শান্তিকামী পাইল সন্ধান,
তোমার মহান বাণী তাদেরে করিল পরিত্রাণ।
ক্রুর দর্প হিংস্র অভিযানে
ক্রুশবিদ্ধ করে তোমা ভাবে মনে প্রাণে,
—তোমারে করিল তারা লয় !
বুঝিল না হতভাগ্য তারাই বহিয়া আনিল তব জয়।
কালচক্রপটে দৃশ্য লুপ্ত হয়ে যায়
সক্রেটীশ মূর্ত্তি মাঝে খৃষ্ট মূর্ত্তি আপনা মিলায়।
তীব্র হলাহল আকণ্ঠ করিয়া পান
করযোড়ে উর্দ্ধনেত্রে কাহারে কি বলিবারে চান ?

বিষের পেয়ালা শূন্য পড়ি রহিয়াছে পাশে,
সত্যদ্রষ্টা সক্রেটীশ সত্যমর্ম জানিবার আশে
আজীবন করিয়া সাধনা,
স্বীয় ধর্মমত যবে প্রচারের করিল কামনা—
পুঞ্জীভূত মিথ্যাচার,
শত শতাব্দীর বদ্ধমূল অন্ধ কুসংস্কার
পথের কণ্টক দূর করিবার তরে
রাজরোষ রূপে নেমে এল সত্যদ্রষ্টা ঋষির উপরে।
রাজাজ্ঞায় কারাগারে বিষ পানে মৃত্যুদণ্ড দানে
অন্ধ অহমিকা ভাবে মনে প্রাণে
চিরতরে রুদ্ধ হোলো সত্যের প্রচার,
সত্য মর্মকথা কেহ জানিবে না আর।
ব্যর্থ করি সকল প্রয়াস
ভাস্বর সত্যের মূর্ত্তি ধরা মাঝে হইল প্রকাশ।

দৃশ্যপট আবর্ত্তনে ভেসে উঠে মানস-নয়নে—
দ্বাপরে বারণাবতে জতুগৃহ রচিয়া গোপনে
মহাদম্ভী দুর্য্যোধন—মদমত্ত মূর্ত্ত অহঙ্কার
হাসিতেছে খল খল—ধর্ম বুঝি হোলো ছারখার !
পরদৃশ্যে, কুরুক্ষেত্রে হেরিলাম অধর্ম্মের ক্ষয়,
দম্ভ দর্প চূর্ণ করি সত্যের ধর্মের হোলো জয়।

মনের মুকুরে ক্রমে ক্রমে কত দৃশ্য জলবিম্ব প্রায়
ভেসে উঠে, পুনরায় ক্রমে ডুবে যায়।

Scanned with CamScanner

হেরিলাম, কারবালা প্রান্তরের বালুময় ভূমে
খণ্ডিত হুসেনশির বালুভূমি চুমে।
হুসেনের মুণ্ডু বর্ষাফলকে গাঁথিয়া
স্পর্দ্ধায় এজিদ-দম্ভ উঠিল নাচিয়া।
অহঙ্কার স্ফীতবক্ষে ভাবে মনে মনে
সত্য ধর্ম প্রচারের সম্ভাবনা রোধিনু ভুবনে।
পরদৃশ্যে দেখা যায় স্পর্দ্ধা অহঙ্কার হইয়াছে লয়,
অসংখ্য মানব মর্মে সত্য ধর্ম হয় অভ্যুদয়।

যুগে যুগে দম্ভ, দর্প, হিংসা, দ্বেষ আর
উদগ্র প্রচণ্ড লোভ, মত্ত অহঙ্কার,
অন্ধ ধর্ম্ম-প্রবণতা, দলীয় বিদ্বেষ,
চাহিয়াছে ন্যায়, নীতি করিয়া নিঃশেষ
সত্যের করিতে কণ্ঠরোধ।
চাহিয়াছে, বিচূর্ণিয়া বিদলিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মবোধ
চালাইতে আপনার চণ্ডনীতি বাধা বন্ধহীন—
নিরন্তর করেছে প্রয়াস দীর্ঘ রাত্রি দিন।
পরিণামে দেখা যায়—
সকল প্রয়াস তার ডুবে গেছে বুদ্বুদের প্রায়।
নশ্বর দম্ভের দীপ্তি দর্প অহঙ্কার
একদা কালের স্রোতে হারায়েছে চিহ্ন আপনার।
অধর্ম্মের খেলা অবসানে ধর্মের হয়েছে সেথা জয়,
সত্যের ভাস্বর মূর্ত্তি যথাকালে হয়েছে উদয়।

বাস্তব চিন্তায় ফিরে আসিনু যখন
ভাবিলাম, কেমনে এ অঘটন হয় সংঘটন ?
জীবন ব্যাপিয়া যিনি অহিংস সাধক,
জনহিতে সমর্পিত প্রাণ, শান্তি উপাসক,
তাহারে আঘাত হানে কোন্ সে দুর্ম্মতি ?
কেন তার বৈরীভাব, কেন ছন্নমতি ?
গড্‌সে উন্মাদ নহে, নহে জ্ঞানহীন.
সুস্থির মস্তিষ্কে হত্যা করে অর্ব্বাচীন।
বুঝিলাম গুপ্ত বিষ যাদের অন্তরে
ধূমায়িত হ'তেছিল দীর্ঘকাল ধরে,
বাপুজীর আচরণ, সত্য বিশ্লেষণ; ধর্ম সমালোচনা
সংখ্যা লঘু তরে তাঁর অকপট কল্যাণ কামনা
যাদের অন্তরে করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার,
—সুপরিকল্পিত এই ষড়যন্ত্র তার।
ক্ষুব্ধ সেই সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিভূ-স্বরূপ
গড্‌সে নিমিত্ত মাত্র, ক্রীড়নক, শুধু যন্ত্ররূপ।
সত্যের পূজারী, আজীবন সত্যব্রতচারী,
মনে প্রাণে অহিংসার আচরণকারী,
দেশের অসীম দারিদ্র্য ভার করিয়া স্মরণ
অশনে বসনে যিনি স্বেচ্ছায় মিতাচার করেন বরণ,
বিশ্বের বরেণ্য সেই 'অর্দ্ধ উলঙ্গ ভারত-ফকীর'
তাঁরে হত্যা করি তারা মনে বুঝি করেছিল স্থির

Scanned with CamScanner

অহিংসারে সত্যেরে করিল তারা লয়
মূঢ় তারা, বুঝিল না—সত্যের নাহিক কভু ক্ষয়।
একদিন হিংসা দ্বেষ জর্জ্জরিত প্রাণ
বুঝিতে হইবে তারে, হিংসা কভু আনে না কল্যাণ।
একদিন বুঝিবে নিশ্চয়,
হিংসার বিলয় হবে, সত্য পুনঃ হবে অভ্যুদয়।
একদিন জানিবে নিশ্চয় বিশ্বজন—
একমাত্র গান্ধীবাদ বিশ্বশান্তি দানিতে সক্ষম।

*   *   *

ভারতের ভাগ্যাকাশে এক মহাযুগ সন্ধিক্ষণে
গান্ধীজীর আবির্ভাব পুঞ্জীভূত গ্লানির স্খালনে।
পরাধীনতার গ্লানি. গ্লানি অস্পৃশ্যতার,
সমাজ-বৈষম্য গ্লানি, ধর্মে সংকীর্ণতার,
জাতির সকল গ্লানি, সকল কলুষ
নিঃশেষে মুছিয়া নিতে যে মহাপুরুষ
করিলেন একাগ্র সাধনা,
সে যুগ-মানবে হত্যা করার বাসনা
যারা করে—অতীব লজ্জার কথা
তারা মোর দেশবাসী—তারা মোর ভ্রাতা!
এ কলঙ্ক যারা হত্যাকারী শুধু কি তাদের?
নহে, নহে—এ কলঙ্ক তোমার, আমার, সারা ভারতের!
আমাদেরি এক জাতি ভাই জাতির জনকে করেছে নিধন
—এ কলঙ্ক কভু আর হবে না মোচন!

কংগ্রেস অফিস, কাটোয়া : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিকা

ভারতবর্ষ!
বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্ন তার
ভেঙ্গে গেছে, টুটে গেছে ধৈর্য্যের বাঁধন।
স্বপ্ন ছিল তার—
হানাহানি ভরা এই বিশ্বের মাঝারে
শান্তির অমৃত বাণী প্রচার করিয়া,
অকৃত্রিম প্রীতিডোরে বাঁধি সর্ব্বজনে,
ঘটাইবে সুমহান সহ-অবস্থান।
সবরমতীর ঋষি, সত্যের পূজারী,
মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য পণ্ডিত জহর
পঞ্চশীল প্রীতিমন্ত্র প্রদানি সবারে
চাহিলেন বিশ্ব হ'তে দিতে বিসর্জ্জন
দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা আর কপট আচার;
বিশ্বকবি রবীন্দ্রের বিশ্বপ্রেম আর
বিবেকানন্দের বাণী মূর্ত্ত একাধারে।
সমুদয় বিশ্বজনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে
বাঁধিবার সাধ ছিল তাঁর। কিন্তু হায়!
ভারত হইবে উচ্চ বিশ্বের মাঝারে?
ভারতের জয়গানে মুখরিত হবে

চারিদিক ? বিশ্বজন প্রীতি ও শ্রদ্ধায়
নত শির হ'য়ে আজি একত্রিত হবে
এই 'মহামানবের সাগরের তীরে ?'
গুপ্ত ঈর্ষা পুঞ্জীভূত হোলো ধীরে ধীরে
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্তরে।
জঙ্গীবাদী, স্বার্থে অন্ধ, কপট আচারী,
সুবিশাল জনবলে বলীয়ান চীন,
পঞ্চশীল আবরণে শানায়ে কৃপাণ,
গোপনেতে রন্ধ্র পথ করিয়া সন্ধান,
অকস্মাৎ হিংস্র দংষ্ট্রা করিয়া প্রসার
চাহিল করিতে স্বীয় রাজ্যের বিস্তার।
পঞ্চশীল মিত্রতার সমাধি উপরে
প্রচণ্ড উলঙ্গ লোভ আস্ফালন করে।
একদিকে গাল ভরা মধুর শ্লোগান—
"চিনী-হিন্দী ভাই ভাই"—মিত্রতার ভান।
অন্যদিকে আয়োজন সংগ্রামের তরে
হেন মিথ্যাচার কেহ কল্পনা না করে।
সীমান্ত আক্রান্ত হোলো। স্তম্ভিত ভারত
অকস্মাৎ হেরে তার স্বপ্ন ইমারৎ
মুহূর্তে বিলীন হোলো বুদ্বুদের প্রায়,
ন্যায় বুঝি ভেসে যায় দম্ভের বন্যায়।
ভারত করেনি কভু রণ আকিঞ্চন

তাই তার আয়োজনে নাহি ছিল ত্বরা।
আশা ছিল তার—মোরা যদি নাহি করি
হিংসা কারো প্রতি, নাহি করি আক্রমণ
অন্য কোনো দেশ—তবে অপরেও কভু
করিবে না আমাদের দেশ আক্রমণ।
সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিল চীনা জঙ্গীবাদ!
বিক্ষুব্ধ ভারত-আত্মা বিঘোষিল রণ,
আসমুদ্র হিমাচল গরজি উঠিল।
ক্ষুব্ধ রোষে বীরবৃন্দ ছুটিয়া চলিল
মোকাবিলা করিবারে চীনা জঙ্গীবাদে।
এ অন্যায় আচরণে বিস্মিত হইয়া
বিশ্বের সকল রাষ্ট্র চীনে ধিক্কারিল।
চীনের প্রবল দম্ভ চূর্ণ করিবারে
অবিলম্বে ভারতেরে আশ্বাস দানিয়া
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধোপকরণ
সাহায্য স্বরূপে সবে পাঠাতে চাহিল।
এশিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ
হয় যদি কুক্ষিগত দাম্ভিক চীনের,
প্রাচ্য মহাদেশে তবে গণতন্ত্র আর
পারিবে না কোনো দিন মস্তক তুলিতে,
বিশ্বে যত গণতন্ত্রী বিপন্ন হইবে—
এ আশঙ্কা ছিল তাহাদের। তাই তারা

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন হ'লে সৈন্যবল বিমানাদি
সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগে প্রস্তুত রহিল।
বিরুদ্ধ হেরিয়া যত বিশ্ব জনমত
জাতীয় সংহতি হেরি মহা ভারতের
মহা শঠ, ধুরন্ধর, অতি বড় ছলী
মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিল—নহে এই পথ।
ভিন্ন পথ প্রয়োজন কূট কৌশলের।
ভারতের কিয়দংশ রাখি কুক্ষিগত,
সংযত করিল থাবা চৈনিক ড্রাগন।
অকস্মাৎ সর্ত্তহীন অস্ত্র সম্বরণে
জাগাইয়া বিশ্বমাঝে বিস্ময় অপার
চাহিল করিতে স্বীয় মহিমা প্রচার।
যুদ্ধের বিরতি হোলো' ফিরে গেল চীন
সীমান্তের রেখা কিন্তু চিহ্নিত হোলো না।
ঘোষণা করার আগে প্রকাশ্য সমর
ভারতের যে ভূখণ্ড গ্রাস ক'রেছিল,
তাহাতে সুদৃঢ় রাখি স্বীয় অধিকার
ফিরাইয়া নিল শুধু সৈন্য আপনার।
উপজিল শুভ বুদ্ধি তবে কি চীনের
পররাজ্য গ্রাস লিপ্সা মিটে গেল তার ?
নহে—কভু নহে।
এ বিরতি হয় নাই সুমতি উদয়ে।

রাক্ষসের রক্ত তৃষা মেটে কি কখনো ?
প্রাণীহত্যা ভুলে যায় দুরন্ত শার্দ্দূল ?
এ বিরতি—শুধু অন্য পথের সন্ধানে।
চতুরের চূড়ামনি কূট বুদ্ধি চীন
হেরে কেহ নাহি করে তারে সমর্থন,
একমাত্র পাকিস্থানে নাহি অসন্তোষ।
জঙ্গী চীন যদি পারে নাশিতে ভারতে
যদি হয় শত্রুনাশ অপরের দ্বারা—
কিবা ক্ষতি তাহে ? জাগিল উল্লাস তাই
পাকিস্থান মাঝে। তাই পূর্ণ সমর্থন
জানাইল সঙ্গোপনে চীনা আক্রমণে।
পাকিস্থান—
বৈদেশিক শাসনের জারজ সন্তান
ছন্নমতি ইংরাজের সর্ব্বশেষ দান।
এই ত সেদিন, বিদেশী শাসনে ক্ষুব্ধ
আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত হ'য়ে
গর্জিয়া উঠিল যবে—"ছাড়হ ভারত"
"বিদেশী শাসন মোরা সহিব না আর।"
সেদিনের সে মহা তরঙ্গ নিবারিতে
সাধ্য নাহি ছিল শাসকের। নিরুপায়ে
ভারত ছাড়িল তাই। কিন্তু সেই জ্বালা
দুঃসহ সে অপমান, প্রতিশোধ স্পৃহা,

Scanned with CamScanner

পুঞ্জীভূত স্তব্ধ রোষ—বিষ-বীজ রূপে
বিদেশী শাসক মনে সুপ্ত ছিল যাহা—
সঞ্চারিত হোলো ধীরে অতি সুকৌশলে
সুনিপুন প্রক্ষেপনে সূক্ষ্মতর রূপে
সংখ্যালঘু ভারতের একাঙ্গের ভ্রূণে !
—জন্ম নিল পাকিস্থান।
জন্ম সাথে মজ্জাগত ভারত বিদ্বেষ
হিংসা ঈর্ষা জন্মসূত্রে আয়ত্ব তাহার।
জন্ম মাত্রে জ্বলে উঠে হিংসার তাণ্ডব।
আকণ্ঠ করায়ে পান ধর্মীয় মদীরা
জনগণে জিঘাংসায় উত্তেজিত করি
কুটীল কুচক্রী পাক নায়ক মণ্ডলী
নির্ব্বিচারে হত্যা করি, করি নিপীড়ন
নারীরে নিগ্রহ করি, করি নির্য্যাতন
করিতে চাহিল সংখ্যালঘু বিতাড়ন।
এই নগ্ন বর্ব্বরতা মৃত্যু বিভীষিকা
নষ্ট করে মনোবল সংখ্যালঘুদের।
নিরুপায়ে দলে দলে বাস্তু ভিটা ছাড়ি
উদ্বাস্তু রূপেতে সবে ভারতে আসিল।
এ নিষ্ঠুর হত্যালীলা ঘৃণ্য আচরণ
এ সবের মূলে ছিল ভারত বিদ্বেষ।

উদ্দেশ্য আছিল তার
ভারতে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করিবার।
উদ্বাস্তুর আগমনে বিব্রত ভারত
খাদ্য আর বাসস্থান সমস্যার ভারে
অর্থ-ভারসাম্য তরে ব্যাপৃত রহিবে.
সেই অবকাশে শক্তি বৃদ্ধি পাকিস্থান
করিয়া চলিবে—এই আশা ছিল তার।
আশা ছিল—ভারতের সীমান্ত প্রদেশে
মুসলিম অধ্যুসিত প্রতি জনপদে
প্রচারক পাঠাইয়া অতি সঙ্গোপনে
বিদ্রোহের বহ্নিকণা ছড়ায়ে চলিবে।
মুজাহিদ গুপ্তচর হাজারে হাজারে
ভারতে প্রবেশ করে লুকায়ে রহিবে।
লক্ষ্য ছিল তার—লক্ষ লক্ষ পাকিস্থানী
অতি সঙ্গোপনে সুপরিকল্পিতভাবে
ধীরে ধীরে ধীরে পর্ব্বত অরণ্যপথ
অতিক্রম করি, ভারতীয় ছদ্মবেশে
ভারতে প্রবেশি বিপ্লবের আয়োজন
করিয়া রাখিবে! সুযোগ বুঝিয়া তারা
ভারতের অভ্যন্তরে আঘাত হানিবে।
মুসলিম জনগণ অসন্তুষ্ট হয়ে
হানিতেছে অন্তর্ঘাত— হইবে প্রচার।

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রসংঘ চাপ দিবে ভারতের প্রতি
কাশ্মীরেতে গণভোট আয়োজন তরে।
এই আয়োজন চলে দীর্ঘ দিন ধরে।
ওদিকেতে কম্যুনিষ্ট চীনে রুখিবার
মিথ্যা প্রলোভনে ভুলে গেল আমেরিকা।
আধুনিক সমর সম্ভারে সাজাইল
পাকিস্থানে বিপুল আগ্রহে। পাকিস্থান
আধুনিক অস্ত্রবলে হ'য়ে বলীয়ান
মহাদম্ভে যত্রতত্র করে আস্ফালন।
কভু তর্জ্জন গর্জ্জন, কভু গোলাগুলি
কখনো তস্কর বৃত্তি। সীমান্ত অঞ্চল
সতত উদ্বাস্ত রহে পাক হামলায়।
চীনের সাম্রাজ্য লিপ্সা প্রকটিত হোলো
যবে নগ্ন সত্যরূপে, যখনি বুঝিল
পাকিস্থান,—চীন নহে মিত্র ভারতের,
পঞ্চশীল নীতি শুধু ছলনা তাহার—
চীনের মিত্রতা তরে লালায়িত হয়ে
তখনি সে ছুটে গেল তাহার সকাশে।
কূট চীন পেয়ে গেল পথের সন্ধান
পাকিস্থানে রাখি অগ্রে শিখণ্ডি স্বরূপে
গ্রাসিবারে ভারতেরে অপূর্ব্ব সুযোগ
মিলিয়াছে। সরাসরি হবে না করিতে

ভারতের সাথে রণ। পশ্চাতে থাকিয়া
বন্ধু রাষ্ট্রে সাহায্যের ছলে আক্রমিবে
ভারতেরে। বিশ্বজন পারিবে না আর
দোষারোপ করিতে তাদের। তাহা ছাড়া
যে আশায় আমেরিকা অস্ত্র উপহারে
পাকিস্থানে তোষণ করিল, সে আশায়
বাদ সাধা হবে। ছাড়িল না এ সুযোগ—
ধূর্ত্ত চীন পাক সাথে মিতালি করিল।
সহায়তা আশা পেয়ে চৈনিক রাষ্ট্রের
পাকিস্থান সরা জ্ঞানে ধরারে দেখিল—
গোপনে সমর সাজে সাজিতে লাগিল।
ভারত বিদ্বেষী পাক রাষ্ট্র নেতাগণ
ঢাকিবারে স্বৈরাচার আপন রাষ্ট্রের
দীর্ঘ দিন অবিরাম মিথ্যা প্রচারণা
দেশে দেশে সুকৌশলে চালায়ে এসেছে,
মুসলিম রাষ্ট্র যত বিশ্ব মাঝে আছে
'ইশ্লাম বিপন্ন' এই, জিগির তুলিয়া
ভারত বিদ্বেষ সেথা ছড়ায়ে এসেছে।
মার্কিন বৃটেন আদি পশ্চিমীয় জোটে
জোটবদ্ধ হয়ে ভারতেরে হতমান
করিতে চেয়েছে। জোটবদ্ধ বন্ধু রাষ্ট্র
সহায় করিয়া রাষ্ট্র সঙ্ঘে অভিযুক্ত

Scanned with CamScanner

অভিযোগকারী সাথে সম মর্য্যাদার
অধিকার লাভ করিয়াছে। অবশেষে
সর্ব্বদিকে আটঘাট বাঁধি সুকৌশলে
প্রথমতঃ কচ্ছে, পরে কাশ্মীর প্রদেশে
প্রকাশ্যে সশস্ত্র সেনা প্রেরণ করেছে।
ধন্যবাদ পীত ড্রাগনেরে!
করাল বদন তার ব্যাদান করিয়া
যবে সে চাহিল রণে ভারতে গ্রাসিতে,
দুষ্ট রাহু অমঙ্গল রূপে আবির্ভূত
হোলো যবে ভারত গগনে, সে সময়ে
প্রস্তুত ছিল না দেশ সম্মুখ সমরে।
পঞ্চশীল মোহে মুগ্ধ ভারত তখন
প্রশান্ত শান্তির স্বপ্নে আছিল বিভোর।
কিন্তু অকস্মাৎ চির শান্ত হিমাদ্রীর
স্তব্ধ নীরবতা যবে রণ কোলাহলে
উচ্চকিত হ'য়ে গর্জ্জন করিয়া উঠে—
"জাগো দেশবাসী —তোমার শিয়রে রাহু,
বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ পরিহার করি
শত্রু আজ আহ্বানিছে সম্মুখ সমরে
তোমা, কর তার যোগ্য মোকাবিলা তুমি।"
সেদিনের সে মহা আহ্বানে অকস্মাৎ
দেশ মাঝে জেগে উঠে প্রবল স্পন্দন—
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, তীব্র আলোড়ন।

সুপ্তোত্থিত প্রায় আসমুদ্র হিমাচল
জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল
অপরূপ ইন্দ্রজাল সম আচম্বিতে
সুমহান সুদৃঢ় সে জাতীয় সংহতি।
শত্রুগণ সভয় বিস্ময়ে হেরিল সে
মহা জাগরণ, মিত্রগণ সকৌতুকে।
হিমালয় হ'তে কন্যা কুমারিকা যেন
একসূত্রে গাঁথা—এক জাতি এক প্রাণ।
দেশ মাঝে ছিল যত পঞ্চম বাহিনী—
গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত কালসর্প যত,
দীপ্ত রুদ্র চেতনার এ মহা প্লাবনে
ভেসে গেল স্রোত বেগে তৃণ খণ্ড প্রায়,
কেহ আর পারিল না মস্তক তুলিতে।
চীনা আক্রমণে শিক্ষা হোলো ভারতের
দুর্ব্বলের স্থান নাই এ বিশ্ব মাঝারে।
বাহুবলে যেই বলী তারি জয় ঘোষে
ত্রিভুবন। অহিংসাদি পঞ্চশীল নীতি
শোভা পায় তারি কণ্ঠে, যেবা বলবান
এই দুনিয়ায়। অন্যথায় কেহ না মানিবে
তোমার কল্যাণ বাণী—মঙ্গল কামনা,
হোক তাহা আন্তরিক অকৃত্রিম যত।
মোহভঙ্গে তাই সর্ব্ব শক্তি নিয়োজিয়া

Scanned with CamScanner

দৃষ্টি দিল সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিরক্ষা তরে।
তাই দিই ধন্যবাদ পীত ড্রাগনেরে,
স্বপ্নলোক হ'তে টানিয়া এনেছে সে যে
বাস্তবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভারতেরে।
অমঙ্গল সাধিতে আসিয়া করে গেছে
ভারতের সুমহান মঙ্গল সাধন।
কচ্ছে হোলো পাক আক্রমণ।
এ নহে হঠাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
মার্কিনের অস্ত্রদান, চীনা প্ররোচনা,
বৃটেনের কূটমন্ত্র, গুপ্ত সমর্থন
সতত উদ্বুদ্ধ করে পাক ধুরন্ধরে!
ভারতেরে অবিরাম আঘাত হানিতে,
পূর্ব্বাপর প্রচারণা ষড়যন্ত্র মূলে
আক্রমণে ব্যস্ত রাখি কচ্ছ রণাঙ্গনে
কাশ্মীর দখল ছিল কল্পনা তাহার।
ষড়যন্ত্র সমর্থক বন্ধু রাষ্ট্র তার
সকৌতুকে পাক চক্র হেরিতে লাগিল।
সকলেই জানে প্রত্যাঘাত হানিবে না
ভারত কখনো। শুধু তীব্র প্রতিবাদ
কাগজে কলমে পাঠাইবে পাকিস্থানে,
রাষ্ট্র সংঘ মাঝে—নিষ্ফল আক্রোশে।
অদৃশ্য গোপন জোটে রুষ্ট করিবারে

ভারতবর্ষের কভু সাহস হবে না!
বিশেষতঃ বর্ত্তমান নায়ক তাহার—
অতি ক্ষীণ, খর্ব্বকায়, অত্যন্ত দুর্ব্বল,
অতি মৃদু, নম্র, শান্ত, অতি নির্ব্বিরোধী,
একনিষ্ঠ ব্রতধারী অহিংসা মন্ত্রের—
সে তো কভু পারিবে না রোধ করিবারে
ষড়যন্ত্র মূলাধার পাক আক্রমণ!
তাই তারা নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত রহিল।
কিন্তু জানে না তাহারা—বারিধিও
নিস্তরঙ্গ, শান্তশিষ্ট, মহান, উদার,
সহিতেছে নিরন্তর হাসিভরা মুখে
বক্ষে তার প্রচণ্ড আঘাত—সংখ্যাতীত
তটিনীর উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদ নর্ত্তন।
সেই শান্ত পারাবার ক্ষুব্ধ যদি হয়,
যদি কভু জাগে রোষ অন্তরে তাহার,
ভৈরব গর্জ্জনে আর দীপ্ত রুদ্র তেজে
ফেনিল উচ্ছ্বাসভরে ফুলিয়া ফুঁসিয়া
মুহূর্ত্তে ঘটাতে পারে প্রলয় ভীষণ—
গ্রাস করি সমুদয় স্থাবর জঙ্গম।
চকিতে বিস্ময়ভরে বিশ্ববাসী তাই
হেরিল ভারত-আত্মা প্রবুদ্ধ হয়েছে,
সুপ্ত সিংহ অকস্মাৎ জাগিয়া উঠেছে।

Scanned with CamScanner

খর্ব্বকায় নির্ব্বিরোধী শান্ত কণ্ঠ হ'তে
এসেছে আদেশ দৃঢ়—"হানো প্রত্যাঘাত—
যে এসেছে অখণ্ডতা নাশিতে দেশের
সমুচিত শিক্ষা দাও তারে।"
দ্বিধাহীন

এই কণ্ঠ, দীর্ঘ-প্রত্যাশিত এ আদেশ
ভারতীয় সৈন্যদের শিরায় শিরায়
এনে দেয় বিদ্যুৎ প্রবাহ। বীর হৃদি
নেচে উঠে সমর উল্লাসে। জনগণ
সোল্লাসে জানায় কুণ্ঠাহীন সমর্থন
প্রিয়তম নেতারে তাদের। দলমত
নির্ব্বিচারে সৈন্যদলে উৎসাহিত করে।
এ তরঙ্গ রোধিবার শক্তি আছে কার?
কচ্ছ রণে পাক সৈন্য পশ্চাতে হঠিল!
অমনি উঠিল রব—"সামাল! সামাল!"
ইঙ্গ ও মার্কিন জোট উদ্বেগে অধীর—
পাকচক্র বুঝি এবে যায় রসাতলে!
কূটনীতি মন্ত্রণার টনক নড়িল,
ভারতেরে চাপ দিয়া যুদ্ধ থামাইতে
অনুরোধ উপরোধ অজস্র আসিল,
সন্ধির প্রস্তাব এলো পাক চক্র হ'তে।
সমুচিত শিক্ষালাভ করিয়া সমরে

হয়ে থাকে যদি পাক-চৈতন্য উদয়,
অনুতাপ এসে থাকে যদি এই তবে,
উপযুক্ত সুসময় সন্ধি করিবার—
ভাবিলেন আমাদের সদাশয় নেতা।
অথবা যদ্যপি হয় কপট আচার,
যদি বা গোপন কোনো অভিসন্ধি থাকে
পাক অন্তঃস্থলে, কোনো ক্ষতি নাই তাহে,
ভারত প্রস্তুত সদা সর্ব্ব অবস্থায়।
বিশ্ববাসী জানুক সকলে, ভারতের
ইচ্ছা নাই অনর্থক যুদ্ধ করিবার।
সন্ধির প্রস্তাবে তাই দিলেন সম্মতি।
ক্ষুন্ন হোলো দেশবাসী। সর্ব্ব স্তর হ'তে
বিরূপ মন্তব্য উঠে তীব্র গুঞ্জরণে।
তথাপি হইল সন্ধি। কচ্ছে হোলো
রণ অবসান।
সন্ধির কামনা কচ্ছে শুধু অভিনয়,
দীনতা প্রকাশ শুধু ছলনা তাহার—
এ তথ্য প্রকাশ হোতে বিলম্ব হোলো না।
এদিকেতে কচ্ছে চলে সন্ধির স্বাক্ষর—
অন্যদিকে হানাদার কাশ্মীরে তৎপর।
পাকিস্থান পূর্ব্ব পরিকল্পনার পথে
লক্ষ্যস্থলে সুকৌশলে হয় অগ্রসর।

Scanned with CamScanner

সন্ধির প্রস্তাবে সবাকার দৃষ্টি কোণ
কচ্ছ মুখে আকর্ষিত করিয়া রাখিয়া,
প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে হাজারে হাজারে
সুশিক্ষিত পাক সৈন্য সশস্ত্র হইয়া
সীমান্ত লঙ্ঘন করি কাশ্মীর প্রদেশে
পূর্ণোদ্যমে দলে দলে প্রবেশ করিল।
কাশ্মীরের জনগণে সহায় করিয়া,
বাধাইয়া এক সাথে অন্তর বিপ্লব,
সর্বস্থানে অন্তর্ঘাত হানিয়া সহসা
সরকারী সর্বশক্তি স্তব্ধ করি দিয়া
কাশ্মীর দখল করা— আশা ছিল তার।
এ অনুপ্রবেশ হেরে নির্বাক বিস্ময়ে
রাষ্ট্রসংঘ নিয়োজিত বাহিনী সকল।
পাকিস্থান স্পর্দ্ধা হেরি বাহিনী প্রধান
আপন কর্তব্য নিষ্ঠা প্রমাণ করিয়া
রাষ্ট্রসংঘে এ সংবাদ গোচর করিল।
কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ জানে
পাক-কাশ্মীরেতে পাক রাষ্ট্র স্বৈরাচার।
যদিও সুদীর্ঘকাল পাক প্রচারণা
ধর্মীয় বিদ্বেষ বিষ নিরন্তর ঢালি
উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে,
গোড়ামীতে অতি উগ্র কিছু জনগণে

বিভ্রান্ত করিয়া তারা স্বপক্ষে টেনেছে,
পূর্ব ষড়যন্ত্র মূলে বহু পাকিস্থানী
গোপনে প্রবেশ করি অভ্যন্তর ভাগে
কাশ্মীরের নাগরিক অধিকার লভি
হানাদার অভিযানে সাহায্য করিতে
আশ্রয় আহার্য্য দানে লুকায়ে রাখিতে
নিজ নিজ গৃহে ঘাঁটি রচনা করিয়া
সঙ্গোপনে যদিও বা প্রস্তুত রয়েছে,
তথাপি কাশ্মীরবাসী মুখ্য জনগণ—
সুশিক্ষিত চিন্তাশীল বহুদর্শী যারা,
ভারতের সুমহান গণতন্ত্র ছাড়ি
পাক স্বেচ্ছাচার তন্ত্রে আত্মাহুতি দিতে
অনিচ্ছুক হ'য়ে সমর্থন করেছিল
বহু পূর্বে যারা অন্তর্ভুক্তি ভারতের
সাথে কাশ্মীরের—এ অনুপ্রবেশে তারা
স্বপ্রবৃত্ত হয়ে স্বেচ্ছায় সংবাদ দিল
রাষ্ট্রের প্রধানে। ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল,
কাশ্মীর দখল আর হোলো না সম্ভব।
এ বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ড প্রতারণা,
সন্ধির আড়ালে থাকি গুপ্ত আক্রমণ,
সভ্যতা বিরুদ্ধ এই ঘৃণ্য আচরণ—
একমাত্র পাকিস্থানে সম্ভবে কেবল।

Scanned with CamScanner

আর দেখিয়াছি মোরা চীনা আক্রমণে।
পঞ্চশীল অন্তরালে ইচ্ছা দুর্নিবার—
বলেতে ভারত খণ্ড গ্রাস করিবার
দুই স্থানে এক নীতি; এক জঙ্গীবাদ
একই রূপ মিথ্যার বেসাতি। ঢাকিবারে
আপনার অন্যায় আচার, উচ্চ কণ্ঠে
দেশে দেশে অবিরাম একই রূপ মিথ্যা
প্রচারণা। যোগ্য সাথে যোগ্যের মিলন—
পররাজ্য গ্রাস লিপ্সা সমান দোঁহার।
কচ্ছ রণে শিক্ষা পেয়ে পাক ধুরন্ধর
ভুলে যাবে বৈরীভাব ভারতের প্রতি
হইবে এবার তার সুমতি উদয়—
এ প্রত্যাশা শাস্ত্রীজীর ছিল না কখনো।
পাকিস্থানী মনোভাব বিশ্লেষণে তাঁর
কোনখানে এতটুকু ছিল না সন্দেহ।
সুযোগ পাইলে পাকিস্থান প্রত্যাঘাত
নিশ্চয় হানিবে—স্থির জানিতেন তিনি।
শুধু কোন পথে কি উপায়ে হানিবে সে
প্রত্যাঘাত—নাহি ছিল জানা। কাশ্মীরেতে
হানাদার প্রবেশ সংবাদে তাই তিনি
বিস্মিত হননি।
এই গুপ্ত অভিযান
নির্ম্মূল করিতে, অবিলম্বে জোয়ানেরা
পাইল নির্দ্দেশ।
ছুটে গেল জোয়ানেরা।
কাশ্মীরের জনগণে সহায় লভিয়া
হানাদার উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইল।

বাধিল সংঘাত তীব্র। হানাদারগণ
সুনিশ্চিত ধ্বংস জানি করি মৃত্যু পণ
স্থানে স্থানে প্রকাশ্যেতে সংগ্রাম করিল।
কেহ কেহ মৃত্যুভয়ে পর্ব্বতে অরণ্যে
লুকায়ে রহিল। কিন্তু রুদ্ধ রন্ধ্রপথ।
পলায়নে অসমর্থ হ'য়ে নিরুপায়ে
দুর্গম অরণ্য মাঝে, পর্ব্বত কন্দরে,
অনাহারে কত শত পরাণ ত্যজিল।
কেহ বা প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্ত ঘাঁটি মাঝে
লুক্কায়িত থাকি ছদ্মবেশে, প্রতিহিংসা
গ্রহণের সুযোগে রহিল। নিরাশ্রয়ে
অনাহারে কোনো কোনো হানাদার দল
প্রতিহিংসা পরবশে পলায়ন পথে
পল্লীতে পল্লীতে অগ্নিদাহ লুণ্ঠনের
তাণ্ডবে মাতিল। তথাপি কয়েক দিনে
ভারতীয় সৈন্যদের তীব্র আক্রমণে
অধিকাংশ হানাদার নির্ম্মূল হইল।
ছদ্মবেশী হানাদারে সাহায্য করিতে
পাক সৈন্য প্রকাশ্যেতে সীমান্ত লঙ্ঘিল।
মুখোস খুলিয়া গেল পাক জিঘাংসার
কাশ্মীর দখল আশে পাক চক্রান্তের
স্বরূপ প্রকাশ হলো বিশ্বের মাঝারে।

Scanned with CamScanner

কচ্ছ চুক্তি পত্রে করি রূঢ় পদাঘাত
দম্ভভরে পাকিস্থান ঘোষণা করিল
অঘোষিত রণ পুনঃ ভারতের সাথে।
আমেরিকা হ'তে প্রাপ্ত আয়ুধ সকল
পাকিস্থান নির্ব্বিচারে যুদ্ধে নিয়োজিল।
বিমান স্যাবার জেট, প্যাটন কামান
সাথে নিয়ে করে পাক যুদ্ধ অভিযান।
আমেরিকা অস্ত্রদান কালে করেছিল
সর্ত্তারোপ পাক রাষ্ট্র প্রতি, একমাত্র
কম্যুনিষ্ট চীন ছাড়া ভারতাদি অন্য
কোনো মিত্র রাষ্ট্র প্রতি এ অস্ত্র প্রয়োগ
কভু চলিবে না। সর্ত্ত ভঙ্গ করে পাক।
কম্যুনিষ্ট চীন সাথে মিতালি করিয়া—
সে অস্ত্র প্রয়োগ করে ভারতের প্রতি।
তথাপি আশ্চর্য্য কথা—
আমেরিকা হ'তে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ—
ক্ষীণতম তিরস্কার পাক রাষ্ট্র প্রতি
কোনো দিন কোনো ছলে উত্থিত হোলো না।
কোনো স্থানে জাগিল না কোনো অসন্তোষ।
নীরবে প্রকারান্তরে সমর্থন করে
এ অন্যায় রণ লিপ্সা পাক চক্রান্তের।
রাষ্ট্র সংঘ নিয়োজিত বাহিনী প্রধান

জেনারেল নিম্মোর রিপোর্ট, ধামাচাপা
রয়ে গেল ফাইলের অতল তলায়।
নিরাপত্যা পরিষদ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ।
পাক অনুপ্রবেশের অকাট্য প্রমাণ
পাইয়াও পাকিস্থানে আক্রমণকারী
রূপে ঘোষণা করিতে বিরত থাকিল!
নিরাপত্যা পরিষদে হেন দুর্ব্বলতা?
হেন দ্বিধা সত্য কথা স্বীকার করিতে?
বিচিত্র অদ্ভুদ ইহা বিশ্ব ইতিহাসে!
বিশেষ গোষ্ঠির চাপে নীতি বিসর্জ্জন
হয় যদি নিরাপত্যা পরিষদ নীতি,
বৃহতের ইঙ্গিত প্রভাবে রাষ্ট্র সংঘ
পক্ষপাত দুষ্ট যদি হয়, তবে আর
কিবা প্রয়োজন হেন সংঘ প্রতিষ্ঠায়?
পক্ষপাত দুষ্ট সংঘে কে দিবে মর্য্যাদা?
অচিরে এ রাষ্ট্রপুঞ্জ হবে পরিণত
বিশেষ গোষ্ঠির এক ক্রীড়নক রূপে।
অতীতের জাতি সংঘ সম মিশে যাবে
চিহ্ন তার অখ্যাতির আবর্জ্জনা মাঝে।
জোটবদ্ধ নহে যারা, নিরপেক্ষ হয়ে
যারা চাহে বিশ্ব মাঝে শান্তিতে থাকিতে
রাষ্ট্র সংঘে তাহাদের স্থান নাহি হবে।

Scanned with CamScanner

নিরাপত্যা পরিষদে নিরপেক্ষ নীতি
হবে শুধু প্রহসন, পুঁথির লিখন—
বাস্তবে তাহার চিহ্ন খুঁজে নাহি পাবে।

মনে পড়ে পুরাতন কথা—
আঠারো বছর আগে এই পাকিস্থান
মুসলিম সংখ্যাধিক্য ওজুহাত দিয়ে
অকস্মাৎ আক্রমণ করিল কাশ্মীর।
দেশ বিভাগের পূর্ব্বে বৈদেশিক রাজ
প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ
সম্মিলিত হ'য়ে এক সাথে, করেছিল
বিভাগের নীতি নির্ধারণ। সেই নীতি
অনুসারে হয়েছিল স্থির কোনো রাষ্ট্রে
করদ রাজ্যের কোনো অস্তিত্ব রবে না।
ভারত বা পাকিস্থান সার্ব্বভৌম দুটি
রাষ্ট্র মাঝে সবাকারে করিতে হইবে
বহুধা-বিভক্ত খণ্ড-রাজ্যের বিলোপ।
তবে করদ নৃপতি বৃন্দ নিজ নিজ
ইচ্ছামত রাষ্ট্র বেছে নিতে পেয়েছিল
অধিকার। সেই অধিকারে শত শত
করদ নৃপতি ভারত বা পাকিস্থান—
যে যাহার ইচ্ছামত রাষ্ট্র বেছে নিয়ে,
তার সাথে আপনারে সংযুক্ত করিয়া

করেছিল খণ্ড রাজ্য বিলুপ্তি সাধন।
সেই অনুক্রমে নরপতি নিজামের
ইচ্ছায় যেমন পাকিস্থান রাষ্ট্র সাথে
হায়দরাবাদ যুক্ত হোলো, সেইমত
কাশ্মীরের মহারাজা ভারত রাষ্ট্রের
সাথে সংযুক্ত হইবে ইচ্ছা প্রকাশিল।
ভারতের পাঁচ কোটি মুসলিম সাথে
কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ সবে—
এক সূত্রে ভাগ্যলিপি গাঁথিয়া লইবে
স্থির হয়ে গেল তাহা।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর—
প্রাকৃতিক অতুল সম্পদে শুধু নহে
মহীয়ান! ভারত সীমান্তে অবস্থিত
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষিত ঘাঁটি,
হিমালয় পাদদেশে গুপ্ত চাবিকাঠি
সুবিশাল ভারতের! অঙ্গাঙ্গীস্বরূপ
ইহা ভারত রাষ্ট্রের। প্রাচ্য হ'তে যদি
বৈদেশিক আক্রমণ সম্ভাবনা থাকে
কোনো দিন, তারে বাধা দিতে কাশ্মীরের
ভৌগোলিক অবস্থান অতি মূল্যবান।
অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইহার
রাষ্ট্রের কল্যাণে। মন্ত্রদাতা ইংরাজের

Scanned with CamScanner

কুটিল ইঙ্গীতে রাজনীতি বিশারদ
সুচতুর ধুরন্ধর জিন্না সাহেবের
লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে গেল কাশ্মীর উপরে।
ছলে, বলে অথবা কৌশলে এ ভূ-স্বর্গ
গ্রাস করা চাই। এখনো ভারতভুক্তি
হয়নি সমাধা। প্রস্তাব হয়েছে শুধু,
ভারতীয় সৈন্যদল আসেনি এখনো—
এই ত সুযোগ! শুরু হোলো অকস্মাৎ
কাশ্মীর দখল অভিযান। মুসলিম
প্রীতি বশে নহে—পাঁচ কোটি জাতি ভায়ে
অসহায় ভাবে ছাড়িয়া ভারতে, শুধু
কাশ্মীরের মুসলিম জনগণ তরে
দরদে প্রেমাশ্রু তাঁর বহিছে নয়নে—
ইহা সত্য নহে। বিশ্ববাসী জনগণে
বিভ্রান্ত করিতে, কাশ্মীরেতে ধর্ম্মান্ধতা
জাগায়ে তুলিতে, মুসলিম সংখ্যাধিক্য
ছলে জেহাদী জিগির তুলে ধুরন্ধর
পাকিস্থান নায়ক প্রবর। আচম্বিত
আক্রমণে বিব্রত হইয়া মহারাজা
ভারতীয় সৈন্যদলে আহ্বানিল ত্বরা।
ভারতীয় সৈন্যদল আসিতে আসিতে
কাশ্মীরের অধিকাংশ কুক্ষিগত করে

পাক সৈন্যগণ। যে মুহূর্ত্তে ভারতীয়
সৈন্যদল আসিয়া পড়িল কাশ্মীরের
অভ্যন্তরে, মুখোমুখি পাক সৈন্য সাথে
অমনি বাধিল রণ। প্রচণ্ড বিক্রমে
ভারতীয় সৈন্যদল আঘাত হানিল,
ত্রাহি রবে পাক সৈন্য পশ্চাতে হটিল।
পাকের বিক্রম শুধু চোরা গুপ্তঘাতে
বীরপণা অতর্কিতে আঘাত হানিতে।
সম্মুখ সমরে সে যে অতি অসহায়
পশ্চাতে হটিয়া যায় ফেরুপাল প্রায়—
প্রমাণ হইয়া গেল এ সমরে তাহা।
নহে কয়দিন, মাত্র কয়েক ঘণ্টায়
পাক সৈন্য বহু দূর পশ্চাতে হটিল।
রণাঙ্গনে বিপর্য্যস্ত বেসামাল হয়ে
পাকরাষ্ট্র ধুরন্ধর ধর্ণা দিল ত্বরা
মন্ত্রদাতা মাউন্ট ব্যাটেন সন্নিধানে।
অমনি চমকি উঠি মাউন্ট ব্যাটেন
জহরলালের পাশে ছুটি' চলি' গেল।
বুঝাইল নানা মতে অসংখ্য ছলায়
শিশু পাকিস্থানে হামা উচিৎ না হয়।
বয়োবৃদ্ধ ভারতের এ হেন আঘাতে
সদ্যোজাত পাকিস্থান স্ববংশে মজিবে—

বিশ্ববাসী দোষারোপ করিবে ভারতে।
প্রয়োজন নাই আর এ জ্ঞাতি হিংসায়
ভায়ে ভায়ে হানাহানি নাহি প্রয়োজন।
রাষ্ট্রপুঞ্জে এ মামলা দায়ের হউক
তাহাদের নিরপেক্ষ বিচার মাধ্যমে
ন্যায়ান্যায় স্থিরীকৃত হইবে অচিরে।
কাশ্মীরের পরে কার প্রভুত্ব রহিবে
চিরতরে সমাধান হইয়া যাইবে,
বিরোধের চিহ্ন আর রবে না হেথায়।
ভারতে দোষিতে আর কেহ না পারিবে,
রাষ্ট্রপুঞ্জ রায় পাক অবশ্য মানিবে।'
দ্বিজাতি তত্ত্বের যারা গুপ্ত মন্ত্রদাতা,
ডিপ্লোম্যাট রূপে যারা বিখ্যাত ভুবনে,
চতুরতা পরিপূর্ণ বাক্যের বিন্যাসে
অন্তরে গরল রাখি মুখে মধু আনি'
তাহারা যে করিতেছে ঘৃণ্য অভিনয়—
একথা বুঝিতে কারো সাধ্য নাহি হয়।
তাহা ছাড়া দ্বিজাতি-তত্ত্বের রসে পূর্ণ
কটাহেতে কিবা রূপ পাক রসামৃত
হইয়াছে পাক, তাহার সম্যক স্বাদ
তথনো অজানা।
ভুলিল জহরলাল এ ছলা কলায়।

উদার অন্তর তাঁর পূর্ণ করুণায়,
রাষ্ট্রপুঞ্জ 'পরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস।
সরল বিশ্বাসে তিনি দিলেন নির্দেশ
অবিলম্বে কাশ্মীরেতে অস্ত্র সম্বরণে।
রাষ্ট্রপুঞ্জে মীমাংসার ভার দেওয়া হোলো।
কাশ্মীরের পাক কবলিত অংশটুকু
রয়ে গেল পাকের দখলে। স্থায়ীভাবে
পাক সৈন্য ঘাঁটি গাড়ে আজাদ কাশ্মীরে,
লক্ষ্য রাখি অদূর ভবিষ্যে, গ্রাসিবারে
সমগ্র কাশ্মীর, তখনি হইতে সেথা
প্রস্তুতি চলিল।
কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান ভার
বিধিমতে ন্যাস্ত হলে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরে
দলে দলে রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষকেরা
আসিল ঘটনাস্থল চাক্ষুষ করিতে।
মুগ্ধ হোলো প্রাকৃতিক সম্পদে ইহার,
লুব্ধ হোলো ভৌগোলিক অবস্থান হেরি।
আগ্রাসী চীনের সাথে অদূর ভবিষ্যে
হতে পারে রণাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষার
প্রয়োজন একদিন পাশ্চাত্য শক্তির।
সেদিনের তরে একটা সুদৃঢ় ঘাঁটি
প্রাচ্য দেশে অতি প্রয়োজন তাহাদের।

Scanned with CamScanner

কাশ্মীর সর্ব্বাংশে এর যোগ্যতম স্থান।
এ ভূখণ্ড যদি হয় ভারতে বিলীন,
শান্তিকামী ভারতের নিরপেক্ষ নীতি
ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করিতে ইহারে
যুদ্ধ কালে, দিবে না সম্মতি কভু। কিন্তু
পাক হস্তে যদি থাকে প্রভুত্ব ইহার
অনায়াসে সম্মতি মিলিবে জোটবদ্ধ
পাক রাষ্ট্র হ'তে! তাহা ছাড়া, দীর্ঘ দিন
নানা অছিলায় দুই রাষ্ট্রে এ বিরোধ
জাগায়ে রাখিলে, অবশেষে হয়তো বা
ভবিষ্যতে—'কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ ভার
রাষ্ট্রপুঞ্জ হাতে থাক'—এ শুভ প্রস্তাব
পারিবে উঠিতে। পাশ্চাত্যের সুবৃহৎ
শক্তি কতিপয়, যাদের প্রভাবে হয়
রাষ্ট্রপুঞ্জ নীতি নির্দ্ধারণ, তাহাদের
এ গুপ্ত কামনা, সমস্যার সমাধান
করিতে দিল না। সহজ বুদ্ধিতে গ্রাহ্য
ভারতের যুক্তিপূর্ণ ন্যায্য দাবী, অতি
সুকৌশলে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্ণধারগণ
আইনের সূক্ষ্মতম প্যাঁচের খেলায়
জটিল, জটিলতর করিয়া তুলিল।
পাকিস্থানে সর্ব্বদাই কোলগত রাখি

কুটিল চক্রান্ত জাল বিস্তার করিল।
রাষ্ট্রপুঞ্জে মীমাংসার আশা ক্ষীণ হ'তে
ক্ষীণতর হোলো। দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায়
থাকি অবশেষে কাশ্মীরের জনগণ
অনিশ্চিত প্রত্যাশা ত্যজিয়া, কাশ্মীরের
পাক কবলিত অংশটুকু আপাততঃ
ভাগ্য দেবতার হস্তে ফেলিয়া রাখিয়া
ভারত রাষ্ট্রের সাথে একাঙ্গ হইল!
দুইবার সাধারণ নির্ব্বাচন মাঝে
নিজেদের দৃঢ় মত প্রচার করিয়া
নিজ সরকার তারা গঠন করিল।
তথাপি কুচক্রী পাক নায়ক মণ্ডলী
গোপন চুক্তির গুপ্ত ইঙ্গিত প্রভাবে
কাশ্মীর দখল আশা ছাড়িল না কভু।
আঠারো বছর দীর্ঘ প্রস্তুতির পর
সর্ব্বদিকে ষড়যন্ত্র প্রস্তুত রাখিয়া
হানিবারে সর্ব্বশেষ মোক্ষম আঘাত
আরম্ভিল হানাদারি গুপ্ত অভিযান।
ভেবেছিল পাকিস্থান—কচ্ছের ছলনা
সহসা ভারতে বুঝি প্রকাশ হবে না।
বিস্ময়ের ঘোর সেথা কাটিতে কাটিতে
কাশ্মীরে চূড়ান্ত জয় লভিবে নিশ্চয়।

Scanned with CamScanner

কিন্তু গুপ্ত চক্রভালে গভীর বিস্ময়
অলক্ষিতে লেখা হবে নিয়তি লিখনে,
পাকচক্র-চক্রান্তের সকল জল্পনা,
সর্ব্ব অনুমান আর সকল কল্পনা
ভ্রান্ত বলি প্রতিপন্ন হইবে অচিরে—
এ কথা তখনো কারো নাহি ছিল জানা।
অন্তর্ঘাত ষড়যন্ত্র বিফল হইলে
সুনিশ্চিত ধ্বংস হ'তে হানাদারগণে
রক্ষিবারে, প্রকাশ্যেতে সীমান্ত লঙ্ঘিয়া,
একাধিক রণাঙ্গনে পাক সৈন্যগণ
এককালে সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ আরম্ভিল।
ভারতীয় সৈন্যদল পাইল নির্দ্দেশ
"সর্ব রণাঙ্গনে হানো যোগ্য প্রত্যাঘাত।
অন্যায়ের সাথে আর নহেক আপোষ
পাক দম্ভ চিরতরে স্তব্ধ করে দাও।"
তারপর যাহা—
ভবিষ্যৎ ইতিহাস পৃষ্ঠাপরে তাহা
সগৌরবে লেখা রবে স্বর্ণের অক্ষরে।
যে বীরত্ব যে শৌর্য্য অতুল, দেখাইল
রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈনিক বাহিনী,
তুলনা তাহার মিলিবে কেবলমাত্র
ভারতেরি পূর্ব্ব ইতিহাসে। রাজপুত

চারণেরা যেই কীর্ত্তিগাথা গর্ব্বভরে
একদিন ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে
শুনাইত ছন্দোবদ্ধ গানের মাধ্যমে,
শুনাইত প্রতি জনপদে, যেই গানে
বীর হিয়া নাচিয়া উঠিয়া ছুটে যেত
মাতৃভূমি রক্ষাতরে, শত্রু বিদলনে.
আজো যার প্রতিধ্বনি কুলু কুলু স্বরে
শোনা যায় তটিনী কল্লোলে, যেই গান
গেয়ে যায় গুঞ্জরিয়া মৃদুল সমীর
মর্ম্মরিয়া তরুশাখে পাতায় পাতায়,
আরাবল্লী পর্ব্বতের নিভৃত গুহায়
যে দৃঢ় শপথ বাণী আজো শোনা যায়,
সে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সুদৃঢ় প্রত্যয়,
মাতৃভূমি রক্ষাতরে সে দুর্জ্জয় পণ—
পাক আক্রমণে পুনঃ হেরে বিশ্বজন।
কচ্ছ-সন্ধি ফলে ক্ষুন্ন ছিল দেশবাসী,
ম্রিয়মান ছিল বীর সেনানী মণ্ডলী।
অকস্মাৎ সর্ব্বাত্মক প্রকাশ্য সমর
আরম্ভিলে পুনরায় দম্ভের সহিত,
পাকিস্তানী বিমানের বোমা নিক্ষেপনে
কামানের মুহুর্মুহু অগ্নি উদ্গিরণে
রাজস্থান পাঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চল

Scanned with CamScanner

কিয়দংশ হোলো পাক সৈন্য কবলিত।
ভারতীয় সৈন্যদল গরজি উঠিল—
কচ্ছ রণে শিক্ষালাভ হয়নি পাকের !
সন্ধির কামনা শুধু ছলনা তাহার !
—মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হোলো সৈনিক বাহিনী—
সমর উল্লাসে নাচে লক্ষ বীর হিয়া।
মিলিয়াছে নায়কের সুদৃঢ় নির্দ্দেশ—
দ্বিধা নহে— আত্মরক্ষা শুধু নহে আর ।
পাক সৈন্য যতটুকু করিয়াছে গ্রাস
শুধু মাত্র সেইটুকু করিয়া উদ্ধার
নিবৃত্ত হইতে আর হবে না তাদের।
পাকের স্পর্দ্ধার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে
অগ্রসর হতে হবে সীমান্ত ছাড়িয়া—
পাকিস্থান অভ্যন্তরে প্রবেশিতে হবে।
আরম্ভ হইয়া গেল ভীষণ সংগ্রাম।
ব্যোম পথে ব্যোমযান সহ ব্যোমযানে
বাধিল সংঘাত তীব্র। কামানে কামানে
রণস্থলে সুতীব্র সংগ্রাম। ব্যোম পথে
পাকের ভরসা জেট স্যাবার বিমান,
স্থলেতে সহায় তার প্যাটন কামান।
বিগত জার্ম্মান যুদ্ধে বহু পরীক্ষিত
দুর্নিবার দুর্ভেদ্য এ কামান বিমান।

মার্কিনের অনুদান এ উপঢৌকন
লাভ করি পাকিস্থান আশা করেছিল
এই অস্ত্রে ভারতেরে করিবে ঘায়েল।
দম্ভভরে তাই তারা করে আস্ফালন ।
কিন্তু হায় ! কার্য্যকালে দেখা যায়
দুর্নিবার দুর্ভেদ্য সে অজেয় প্যাটন
মহা ঝড়ে ছিন্ন মূল পাদপের প্রায়
যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে নিশ্চল নির্ব্বাক,
বিন্দুমাত্র ধুমরেখা, ক্ষীণ গরজন
নির্গত হইতে সেথা নাহি দেখা যায় !
অব্যর্থ সে ভারতীয় বোমার আঘাতে
চিরতরে গতি তার স্তব্ধ হয়ে যায়।
সম ভাগ্য, সম গতি, সম পরিণাম
লভিল স্যাবার জেট দুর্ধর্ষ বিমান।
ভারতীয় বিমানের বোমার আঘাতে
শতে শতে ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত হইয়া
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করি ভারত শৌর্য্যের
মহাকাল বক্ষে রাখি জ্বলন্ত স্বাক্ষর—
পাকিস্থানী মর্ম্মমূলে হানি তীব্র শেল
ভারতীয় বৈমানিকে নমি নত শিরে
মৃত্তিকা পরশি' লভে অনন্ত শয়ন।
ভারতীয় বাহিনীর দুর্বার বিক্রমে

Scanned with CamScanner

বাধ্য হোলো পাকিস্থাম পশ্চাতে হঠিতে।
বিস্ময়-চকিত বিশ্ব হেরিল কৌতুকে—
দংশনে উদ্যত ফণা বিষধর ফণি
অকস্মাৎ কি মন্ত্র প্রভাবে যেন, শির
নোয়াইয়া পশিতেছে আপন বিবরে ।
রাজধানী লাহোরের প্রত্যন্ত সীমায়
নদীতটে উপনীত ভারত বাহিনী।
পরপারে অপেক্ষিছে পাক সৈন্যগণ,
আশঙ্কায় উদ্বেলিত কম্পিত হৃদয়,
—কখন ভারত সৈন্য নদীপার হয়।
বিশ্ব রাষ্ট্র শক্তি যত অতীব আগ্রহে
ফলাফল প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি চলে।
পাক রাষ্ট্র ধুরন্ধর রাষ্ট্র সংঘ প্রতি
সকাতরে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' জানায় মিনতি ।
এবারে শাস্ত্রীজী পুনঃ দিলেন আদেশ
'আর নয়' এইবার ক্ষান্তি দাও রণে ।
ভারত চাহে না পররাজ্য অধিকার
পাক স্পর্ধা উঠেছিল অত্যুঙ্গ শিখরে,
প্রয়োজন ছিল সেই স্পর্ধা চুর্নিবারে।
আশা করি এইবার মিটেছে তাহার
রণ সাধ, সমুচিত শিক্ষা লভিয়াছে।
বীর বৃন্দ, আর নাহি হও অগ্রসর।

যেথা আছ আপাততঃ থাক সেই স্থানে ।

মিটিল প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ।
কুটীল সাম্রাজ্যবাদী পাক বন্ধু যত
সুকৌশলে চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিল।
কিন্তু সকলি বিফল হোলো শাস্ত্রীজীর
দ্বিধাহীন দৃঢ় মনোভাবে। অবশেষে
রাষ্ট্রপুঞ্জ উ-থাণ্ট মাধ্যমে উত্থাপন
করিলেন শান্তির প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে
শাস্ত্রীজী সম্মত হন শুধু এক সর্ত্তে—
পাকিস্থান যদি আপনার সৈন্যদলে
ফিরাইতে সম্মত না হয়, আমাদের
যোয়ানেরা তবে ফিরিবে না কোনো মতে।
যেথা আছে রবে সেই স্থানে।
অবশেষে
নানা টাল-বাহানার পরে স্থির হোলো
তাসখন্দে হবে সন্ধিপত্রের রচনা।
রাশিয়ার অভ্যন্তরে রমণীয় স্থান
তাসখন্দে সম্মিলিত রাষ্ট্র নেতাগণ ।
পাক রাষ্ট্র কর্ণধার আয়ুব হোসেন
কূট বুদ্ধি বন্ধুদের পরামর্শ ক্রমে
সন্ধি আলোচনা কালে কাশ্মীর প্রসঙ্গ

Scanned with CamScanner

পুনরায় উথাপন করিতে চাহিল ॥
এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীজীর সুদৃঢ় উত্তর—
"অসম্ভব, এ প্রস্তাব উঠিতে পারে না,
কাশ্মীর ভূখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য
অংশ ! সার্ব্বভৌম অধিকার নিয়ে কভু
বিতর্ক চলে না ! অসঙ্গত পাক জিদে
সন্ধি আলোচনা শুধু পণ্ড হয়ে যাবে।
অবশেষে আয়ুবের সুবুদ্ধি উদয়—
ত্যজিলেন কাশ্মীর প্রসঙ্গ । কোসিগিনে
মধ্যস্থ রাখিয়া সন্ধি সর্ত স্থির হোলো !
পাক ভারতের দুই রাষ্ট্রীয় নায়ক
শান্তির সনদে শেষে স্বাক্ষর করিল !
ঐতিহাসিক এ সম্মেলনে—শাস্ত্রীজীর
ব্যক্তিত্বের ছাপ, শান্তির কামনা ভরে
গভীর প্রত্যয়, দৃঢ় মতবাদ, নম্র
মিষ্ট ব্যবহার সকলেরে মুগ্ধ করে।

উনিশশো ছেষট্টি, দশই জানুয়ারী
মধ্য রাত্রে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হোলো !
আনন্দিত কোসিগিন—শান্তির প্রয়াসে
রাশিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল ।
স্বস্তি লভে আয়ুব হোসেন—ভারতীয়

যোয়ানেরা ফিরে যাবে যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্থানে।
শাস্ত্রীজীও আনন্দিত মনে চলিলেন
বিশ্রাম ভবনে—শান্তিকামী ভারতের
সম্ভ্রম মর্য্যাদা আরো উচ্চে প্রতিষ্ঠিত
বিশ্ব দরবারে, ভারত ও পাকিস্থানে
জনগণ পুনরায় স্বস্তি ফিরে পাবে,
সর্ব্বোপরি পাকিস্থানী হঠকারীতায়
যে অনল জ্বলেছিল দুই রাষ্ট্র মাঝে,
বাধ্য হয়ে অনিচ্ছার যাতে সায় দিতে
হয়েছিল—সে অনল নির্ব্বাপিত হোলো।
আজি তৃপ্ত তিনি। পূর্ণ মনস্কাম।

তাসখন্দ সম্মেলন শেষ। দিকে দিকে
আনন্দ প্রবাহ। তারি মাঝে অকস্মাৎ
হোলো বজ্রাঘাত। তাসখন্দে নেমে এল
সুগভীর বেদনার পুঞ্জীভূত ছায়া—
শাস্ত্রীজী জীবিত নাই ! বিশ্রাম ভবনে
পৌঁছিবার ক্ষণ পরে অকস্মাৎ তীব্র
রোগ যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হন তিনি।
বার্ত্তা পেয়ে ছুটিয়া আসেন—কোসিগিন,
আয়ুব হোসেন, তাশখন্দে সমবেত
যত রাষ্ট্র নেতা। রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

Scanned with CamScanner

চিকিৎসক যত ত্বরায় আসেন ছুটি,
কিন্তু হায়! শত প্রচেষ্টায় জ্ঞান আর
ফিরে নাহি এলো। ভারতের সুমহান
নেতা সুদূর বিদেশে. একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে,
ত্যজিলেন অন্তিম নিঃশ্বাস। শোক মগ্ন
তাসখন্দ, শোক মগ্ন সমগ্র রাশিয়া
ভারতের প্রতি জনপদে মর্মভেদী
হাহাকার গুঞ্জরিয়া উঠে। শোকমগ্ন
বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্র শ্রদ্ধা নিবেদন
করে ভারতের মহান নেতার প্রতি।

* * *

কবি গালিবের এক গজল আবৃত্তি
বাল্য হতে শাস্ত্রীজীর অতি প্রিয় ছিল—
"পড়েঁ আগর বিমার তো কোই ন হো তিমাদার।
ঔর আগর মর জায়েঁ তো নহি যান কোই ন হে॥"
—রোগ ভোগ যদি করি গো কখনো
শুশ্রূষা কাহারো নাহি চাই।
এই মর দেহ ছাড়িব যখন
কেহ যেন শোক করে না তায়॥
এই বাণী আপনার জীবনে মরণে
রূপায়িত করি শাস্ত্রীজী গেলেন চলি।
ভারতের ভাগ্যাকাশ হতে
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এক

খসে গেল, মিশে গেল অনন্তের কোলে।
শান্তির ধারক রূপে উদিয়া ভারতে
কঠিন দায়িত্ব ভার তুলি নিয়া শিরে,
পাক সৃষ্ট অশান্তির মোকাবিলা করি
সুষ্ঠু ভাবে, পুনঃ স্থায়ী শান্তি সম্ভাবনা
সূচনা করিয়া হৃষ্ট মনে চলি গেলা
মর দেহ ছাড়ি শাশ্বত অমর ধামে।
যেন এক প্রত্যাদিষ্ট মহান পুরুষ
আদিষ্ট নির্দিষ্ট কর্ম করি সমাপন
ফিরি গেলা আপন নিবাসে।
—কি মহান
বিয়োগান্ত নাট্য যবনিকা!

কাটোয়া :
১৫।১।৬৬

Scanned with CamScanner

জাতীয় সমর সঙ্গীত

(কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ প্রকাশিত 'জাগে মহাভারতের জনতা' জাতীয় সঙ্গীতের সুর অনুকরণে)

"জাগে মহাভারতের জনতা
এক জাতি এক প্রাণ একতা !"
অরাতি দম্ভ আর আস্ফালনে
হানিয়া চরমাঘাত সুমুখ রণে,
চলিয়াছে বীরগণ রণজয়ে দুর্জ্জয় অভিলাষ,
হুঙ্কারে ডঙ্কারে জাগাইয়া অরিকুলে মহাত্রাস।
দেশে দেশে উল্লাসে ঘোষে সেই বারতা—
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥

আমার দেশের মাটি কাড়িছে যারা,
যাহারা করিতে চায় সর্ব্বহারা,
তাহাদের স্পর্দ্ধারে চিরতরে ভেঙ্গে দিতে আগে যাও,
যোয়ানেরা ছুটিয়াছে তোমরাও হাতিয়ার হাতে নাও,
ছুটে এস চাষী ভাই শ্রমজীবি জনতা—
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥

আমার দেশের মান রাখিল যারা,
শত্রু আহবে প্রাণ দানিল যারা
অগ্র-পথিক তারা দুর্ল্ভ গৌরবে মহীয়ান,
স্মরিয়া সে বীরগাথা সমরেতে হও সবে আগুয়ান।
নাহি ভয় হবে জয় জাগ্রত জনতা—
এক জাতি এক প্রাণ একতা ॥

Scanned with CamScanner

আরতি

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

Scanned with CamScanner

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গা স্তোত্র :

(দামোদরে মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ হইতে কবিতায় অনুবাদ)

(১)

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জননী সিংহবাহিনী।
শিবপ্রিয়া মা জননী, সর্ব্ব শক্তি প্রদায়িনী॥
তব শক্তি অংশ জাত মোরা বঙ্গ যুবাগণ,
তোমারি মন্দিরে মাগো করিয়াছি আগমন।
মোদের প্রার্থনা শুন জননী গো বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা ! প্রকাশিতা হও মা এ বঙ্গভূমে॥

(২)

মানব শরীর ধরি যুগে যুগে অবতরি
জন্মে জন্মে তব কার্য্য আমরা সাধন করি।
তোমারি আনন্দ ধামে পুনঃ মাগো ফিরে যাই
তব কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে এবারো জন্মেছি তাই !
প্রার্থনা মোদের শুন জননী গো বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা সহায়িকা হও মা এ বঙ্গভূমে॥

(৩)

ত্রিশূলধারিণী দুর্গা, সিংহ পৃষ্ঠ সমাসীনা।
বর্ম্মাবৃতা কম্রদেহা, জয়দাত্রী চণ্ডিকা মা !
এ মহাভারত দেবি রহিয়াছে প্রতীক্ষায়.
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিবারে সবে চায় !
কামনা মোদের শুন জননী গো বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা আবির্ভূতা হও মা এ বঙ্গভূমে॥

Scanned with CamScanner

(৪)

প্রেম-জ্ঞানদায়িনী মা, শক্তিরূপা বলদা মা,
সৌম্য রৌদ্র রূপিণী মা, দুর্গা রণচণ্ডি ভীমা,
এ ভারত রণভূমে তোমারি প্রেরিত মোরা,
জীবন সংগ্রামে রত দাও মাগো শক্তি ধারা !
অসুরের বলবীর্য্য দাও মা মোদের প্রাণে,
দেবের চরিত্র জ্ঞান বুদ্ধি দে মা হৃদি মনে !
এই নিবেদন শুন জননী গো বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা শক্তিরূপা এস মা এ বঙ্গভূমে ॥

(৫)

জগত মাঝারে শ্রেষ্ঠ মোদের ভারত ভূমি,
আচ্ছন্ন হইয়াছিল নিবিড় তিমির চুমি !
তব পূত আবির্ভাব আভাযে মা ধীরে ধীরে
উষার প্রদীপ্ত আভা প্রকাশে তিমির তীরে।
আলোক বিস্তার কর নিবিড় তিমির হর,
সন্তানের আকুতি গো তুমি মা শ্রবণ কর !
বাসনা মোদের এই জননী গো বিশ্বরমে,
মাতা দুর্গা আবির্ভূতা হও মা এ বঙ্গভূমে ॥

(৬)

তোমার বিভূতি মাগো ! এই বঙ্গ জননী মা—
—জ্ঞান প্রেম শক্তিরূপা সৌন্দর্য্য ভূষিতা শ্যামা—
শক্তি আহরণে মাগো এতদিন সঙ্গোপনে,
তপস্যায় রত ছিল, গুপ্ত ছিল নিরজনে।

যুগের উদয়ে মাগো দিন সমাগত আজি,
ভারতের মুক্তি রণে উঠিছে মা বঙ্গ সাজি !
শক্তিরূপা জননী গো এস মাগো বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা সিদ্ধিরূপা এস মা এ বঙ্গভূমে ॥

(৭)

তোমারি সন্তান মোরা, প্রসাদে প্রভাবে তব
হৃদয়ে মহৎ ভাব করি যেন অনুভব !
উপযুক্ত যেন হই মহৎ কার্য্যের তরে,
যেন মা প্রভাব তব ক্ষুদ্রতা বিনাশ করে।
ক্ষুদ্র স্বার্থ নাশ কর, বিনাশ মা ভীতি ভয়
যেন মা বিজয় লভে তোমার সন্তানচয় !
মোদের বাসনা এই জননী গো বিশ্বরমে !
মাতা দুর্গা শুন মাগো, উর মা এ বঙ্গভূমে ॥

(৮)

স্বার্থে ভয়ে নীচতায় এ ভারত ম্রিয়মান,
মোদেরে মহৎ কর, কর মা অভয় দান !
কর মা উদার চেতা, মহৎ-প্রয়াসী কর,
সত্য-সংকল্প কর, দীনতা ভীরুতা হর।
যেন মা আশিসে তব স্বল্পায়াসী নাহি হই,
অলস নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ভয়ে ভীত নাহি রই।
কামনা মোদের এই জননী গো বিশ্বরমে !
মাতা দুর্গা এস গো মা, জন্মভূমি বঙ্গভূমে ॥

Scanned with CamScanner

(৯)

বিস্তার মা যোগশক্তি সন্তান মাধ্যমে তব,
মোরা যে সন্তান তব আর্য বংশ সমুদ্ভব !
লুপ্ত শিক্ষা, ভক্তি শ্রদ্ধা, সত্যজ্ঞান, মেধা শক্তি,
চরিত্র, তপস্যা আর ব্রহ্মচর্য্য অনুরক্তি,
বিকাশি মোদের মাঝে বিতর জগত জনে
এস মাগো জগদম্বে জগতের কল্যাণে !
দুর্গতি নাশিনী এসো ডাকিগো মা বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা আবির্ভূতা হও মা এ বঙ্গভূমে।

(১০)

বীরমার্গ প্রদর্শিনী এসগো মা বিশ্বরমা,
আর ত তোমারে মাগো বিসর্জ্জন করিব না !
সারাটি জীবন ধরে অনির্বান আরাধনা,
অবিরত হ'তে থাক— আমাদের এ কামনা।
সর্ব্বকার্য্যে আমাদের প্রেমময় শক্তিময়
মাতৃসেবা ব্রত হোক অনির্বান অক্ষয়।
—এ প্রার্থনা আমাদের শুন গো মা বিশ্বরমে
মাতা দুর্গা প্রকাশিতা হও মা এ বঙ্গভূমে॥

বাণী প্রেস, কাটোয়া :
বীরাষ্টমী, ১৩৮০

শ্রীমা

মহীয়সী হে জননী ! ভারতের পূত হোম শিখা।
সাধনার সিদ্ধিরূপা ! ভালে তব জ্যোতির্ময় টিকা।
পণ্ডিচেরী আশ্রমের ঋষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত আহ্বান
ধ্যানযোগে জেনেছিলে, শুনেছিলে পাতি দুই কান।
বিলাস বৈভব ত্যজি, ত্যজিয়া মা বিত্তার গরিমা,
আজন্ম-আচার আদি যত কিছু বাধার জড়িমা,
সর্ব্ব সংস্কার মাগো অবহেলে তেয়াগিলে তুমি !
তেয়াগিলে স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রিয় জন্মভূমি !
গুরুর আহ্বান বাণী একমাত্র করিয়া সম্বল
একাকিনী বিদেশিনী, পারি দিলে সাগরের জল।
সেদনি তোমারে মাগো চিনিবারে পারে নাই কেহ,
ভাবিয়াছে উন্মাদিনী, জ্ঞানহীনা করেছে সন্দেহ।
মহাভাবাবিষ্ট তুমি চলিয়াছ ভাবের আবেশে ;
একমাত্র চিন্তা—কবে পঁহুছিবে গুরুর সকাশে।
অবশেষে, দীর্ঘ যাত্রা অবসানে উৎকণ্ঠার শেষ—
ধ্যানের মূরতি তব হেরিলে মা তুমি নির্নিমেষ !
জ্যোতির্ময়, দিব্য দেহ, সৌম্য, শান্ত গুরুর চরণে
নিমিষেতে ডালি দিলে আপনারে তুমি ফুল্লমনে।
অপূর্ব্ব প্রদীপ্ত বিভা গুরু-শিষ্যা ভালে
সুমহান শাশ্বত মিলন
প্রজ্ঞাসহ জ্যোতি মিলে এ মহীমণ্ডলে
মহাজ্যোতি হয় বিকীরণ।

Scanned with CamScanner

গুরুপাশে মহামন্ত্রে দীক্ষা লাভ করি
সাধনায় হইলে মা ব্রতী,
সিদ্ধিরূপা মহামায়া মাতৃরূপ ধরি
আবির্ভূতা তোমাতে গো সতি !
সে অতি মানস-লোক হেরিয়া তোমাতে
মাতৃরূপা তোমারে নেহারি,
মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ সবে মগ্ন আনন্দেতে
"শ্রীমা" বলি উঠিল ফুকারি।
প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-জ্ঞান-ভাণ্ডার মথিয়া
সুধাসিন্ধু করি নিষ্কাশন,
পরম স্নেহেতে তুমি ভক্তবৃন্দে তাহা
আনন্দেতে করিছ বণ্টন।
শ্রীঅরবিন্দের পূত দিব্য ভাবধারা
তোমাতে মা হইল প্রকাশ,
তাঁরি ইচ্ছা স্ব-স্বরূপে তোমা মাঝে হারা,
তোমাতেই হতেছে বিকাশ।
তোমা মাঝে গুঞ্জরিছে সেই মহাবাণী
"আমি আছি, আমি আছি, নাহি মোর লয়,
জাগ্রত প্রত্যক্ষ শক্তি চৈতন্যরূপিণী,
রে সন্তান ! কোথা তার ক্ষয় !"
গুরুপদে সমাহিত আত্ম নিবেদনে
লভিয়াছ অমোঘ প্রত্যয়,

কুল কুণ্ডলিনী শক্তি জাগায়েছ ধ্যানে
নাশিতেছ অশুভ নিচয়।
কহিয়াছ—"প্রভু মোর তোমারি কৃপায়
তব ইচ্ছা ক'রেছি পূরণ,
নূতন আলোক-রশ্মি ধারায় ধারায়
ধরা 'পরে হয় বিচ্ছুরণ।
শান্তিরাজ্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা ধরায়,
জন্মলাভ নব ধরিত্রীর,
প্রতিশ্রুতি যাহা ছিল তব রাঙ্গা পায়,
সব কিছু হয়েছে সুস্থির।"
উদ্ভাসিত সেই রশ্মি তোমার ললাটে,
বিশ্বজনে দিতেছে আশ্বাস,
হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত ধরণীর হাটে
অনাবিল শান্তির উচ্ছ্বাস।
বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে হেরিছে নয়নে
লোকোত্তর মহিমা অপার,
অধম সন্তান মাগো তব জন্মদিনে
প্রণমিছে চরণে তোমার।

(কাটোয়া, শ্রী অরবিন্দ সেবক সংঘের আহ্বানে
"শ্রীমার" ৮২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে)

জয়তু নেতাজী

বাংলা মায়ের স্নেহের দুলাল, ভারতের মহানায়ক বীর
নেতাজীর নামে বিশ্ব জগত শ্রদ্ধায় আজি নোয়ায় শির।
সেই সে সুভাষ, সৌম্য সহাস, আজি যে তাঁহার জনম দিন।
এ শুভ লগনে তাঁরি জয়গানে নাচেরে মোদের হৃদয়-বীন॥
কোরাস—ধন্য হইল ভারতবর্ষ সে মহামানবে ধরিয়া বক্ষে।
সাধনা তাঁহার সিদ্ধি লভিল চির ঈপ্সিত মহান লক্ষ্যে॥

স্বদেশের প্রেমে উন্মাদ "গোরা" প্রেম বন্যায় মাতায়ে দেশ
শাসন-ভ্রুকুটী তুচ্ছ করিয়া ছাড়িল স্বদেশ, ছদ্মবেশ।
স্তব্ধ জগত বিস্ময়-হত, হেরে পুনরায় নির্নিমেষ—
নেতাজী স্বরূপে নব-আবির্ভাব, আজাদ-হিন্দ সেনানিবেশ॥
কোরাস—ধন্য হইল ভারতবর্ষ ·· ইত্যাদি

অমর তাঁহার পুণ্য জীবনী স্মরণে জাগায় বিপুল হর্ষ,
যাচে পুনরায় সে মহানেতার নব-অভ্যুদয় ভারতবর্ষ।
জয়তু নেতাজী, জয়তু নেতাজী, আরতি জানাই প্রাণের অর্ঘ্যে,
এস, ফিরে এস আ'মাদেরি মাঝে, তোমার স্বদেশে, তোমারি স্বর্গে।
কোরাস—ধন্য হইল ভারতবর্ষ সে মহামানবে ধরিয়া বক্ষে।
তাঁরি গৌরবে ধন্য আমরা, গাহি আগমনী সজল চক্ষে॥

বাণী প্রেস : কাটোয়া
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬২

কবীরের গুরু বরণ

দ্রাবিড় দেশেতে হয় ভক্তি উপজিত
আনে তাহা রামানন্দ আচার্য্য সুস্থিত।
কবীর তাহার শিষ্য সাধক মহান
উদার সে ধর্মমত সর্ব্বত্র বিলান।

* * * * * * * *

দরিদ্র জোলার ঘরে জন্মিল কবীর
পিতা 'নিরু' মাতা 'নিমা' বাসিন্দা কাশীর।
নিরক্ষর অর্থহীন এই পরিবার
তাঁতেতে কাপড় বুনি চালায় সংসার।
পিতা মাতা চান, পুত্র পিতৃ-বৃত্তি নিলে,
সংসারের দায় হ'তে স্বস্তি কিছু মিলে।
স্বভাবে কবীর কিন্তু অতি উদাসীন,
বিষয়ে বৈরাগী মন সাধক নবীন।
সাধু বা সন্ন্যাসী কিম্বা ফকীর দেখিলে,
সেবা কাজে লেগে যায় সব কাজ ফেলে।
ঘর ছাড়া দিন রাত যেথা সেথা ঘুরে,
টানা পোড়েনের কাজে সহজে না ভীরে।
বালকের মনে তীব্র বৈরাগ্য বাসনা,
মুক্তির অদম্য তৃষা একান্ত কামনা।
রামানুজ সম্প্রদায় আচার্য্য প্রধান
সাধু রামানন্দ স্বামী উদার মহান।

Scanned with CamScanner

আপনার মতবাদ ভক্তি ধারা নিয়া
আসিলেন কাশীধামে সাধু মরমিয়া।
উদার তাঁহার মতে জাতিভেদ নাই
রামমন্ত্র যেবা নেয় তারে দেন ঠাঁই।
দলে দলে মুক্তিকামী কত নরনারী
তাঁহার আশ্রমে আসি দেন গড়াগড়ি॥
সাধু রামানন্দ, প্রেম ভক্তি অধিকারী
সবাকার প্রাণ মন নেন তিনি কাড়ি।
কবীরের ইচ্ছা নেন ইহাঁর শরণ
কিন্তু ভয় "যদি ইনি অসম্মত হন ?
রাম মন্ত্র উপাসক— আমি মুসলমান
আমারে করেন যদি ইনি প্রত্যাখ্যান !"
ইহাঁর শিষ্যত্ব লাভে আগ্রহে অধীর—
ছলনা আশ্রয় এক করিলা কবীর।
কাশীধামে রামানন্দ প্রত্যহ প্রত্যুষে
গঙ্গাস্নান করিবারে অসিঘাটে আসে।
একদা শীতের রাতে অতি ভোরে ভোরে,
চলিলেন রামানন্দ স্নান করিবারে।
পথঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ নীরব
মাঝে মাঝে শোনা যায় পাখীদের রব।
কুলুকুলু শব্দে শুধু গঙ্গা স্রোত জল
অবিরাম বয়ে চলে শব্দ ছল ছল।

অস্ফুট প্রভাতে ঘাটে সিঁড়ি অন্ধকার,
দেখা নাহি যায় ভাল, স্তব্ধ চারিধার।
কমণ্ডলু বহির্ব্বাস উপরে রাখিয়া
রামানন্দ নীচে চলে পদ বাড়াইয়া।
হঠাৎ কাহার গায়ে পদস্পর্শ হয়,
শিহরিয়া রামানন্দ পা টানিয়া লয়।
ভাবিলেন—ছি ছি একি কোনো মৃত দেহ ?
নতুবা দারুন শীতে শুয়ে থাকে কেহ ?
ফুকারি উঠেন তিনি "রাম রাম রাম"
"কে বাবা শুইয়া আছ, কিবা তব নাম ?
এমন শীতের রাতে ঘাটের সিঁড়িতে
কেন বা রয়েছ তুমি এ কষ্ট সহিতে ?"
ততক্ষণে ত্রস্তেব্যস্তে মানুষটি উঠে
নতশিরে যুক্তকরে সাধু পদে লুটে
নিবেদন করে প্রভু "আমি যে অধম
কবীর আমার নাম তব শিষ্যাধম।"
রামানন্দ কহে "বাবা, এ তোমার ভ্রম
শিষ্যরূপে কভু তোমা করিনি গ্রহণ !"
কবীর কহিল "প্রভু এ তো ভ্রম নয় !
এর চেয়ে বড় সত্য জীবনে না হয়।
অন্ত্যজ নিরক্ষ জোলা ঘরে জন্ম মোর
মৃতকল্প মন ছিল বন্ধনেতে ঘোর।

Scanned with CamScanner

মুক্তির কোনই আশা ছিল না আমার,
এ দেহ পবিত্র পদ-স্পর্শেতে তোমার!
পাইলাম "রাম নাম" তোমারি কৃপায়,
সেই নামে দীক্ষা দান করিলে আমায়।
এবে নব জন্ম মোর, পাই নব প্রাণ
তুমিই আমায় প্রভু দিলে প্রাণ দান।
যেই রাম নাম দিলে আমার কর্ণেতে
সে নাম পাথেয় হোক মোর মুক্তি পথে।
এ অধমে কৃপা করি দাও গো আশ্রয়,
আশীর্ব্বাদ কর যেন ইষ্ট লাভ হয়।"
এত বলি ভক্তিভরে চরণে লুটায়,
বিস্মিত যে রামানন্দ নির্ণিমেষে চায়!
আশ্চর্য্য তরুণ যুবা, কান্তি মনোহর
বদনে অপূর্ব্ব বিভা, মুমুক্ষু অন্তর,
বৈরাগ্য বাসনা তীব্র কম্পিত অধর,
নয়নে প্রেমাশ্রু-ধারা ঝরে ঝর ঝর।
পূর্ণ আত্ম সমর্পণ ধরিয়ে চরণ—
বিগলিত রামানন্দ বিস্মিত নয়ন।
চরণ হইতে তারে টানি নিয়া বুকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন বিমল পুলকে।
অতঃপর যথারীতি দিলা দীক্ষা দান
গুরু লাভে কবীরের পূর্ণ মনস্কাম।

॥ খেলা মোর সাঙ্গ হোলো ॥

(স্বামী বিবেকানন্দের "My Play is Done" ইংরাজী কবিতার মর্ম্মানুবাদ)

কালের তরঙ্গে আমি ভাসিয়া চলেছি,
কভু উঠিতেছি পুনঃ কভু ডুবিতেছি,
ক্ষণস্থায়ী জীবনের জোয়ার ভাটায়
দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে ছুটিয়া চলেছি॥

ধাইতেছি অবিরাম যাহার কারণে,
তাহার নাগাল আমি খুঁজিয়া না পাই।
ক্লান্ত আমি অন্তহীন এই প্রহসনে,
তবু শুধু তারি তরে ধাইছি সদাই।
দূরের তীরের রেখা আজো অগোচর
উত্তাল তরঙ্গে শুধু ভাসি নিরন্তর॥

ঈপ্সিত রশ্মির এক রেখার আশায়
প্রতীক্ষায় আছি জন্ম জন্মান্তর ধ'রে,
চেয়ে থেকে থেকে চোখ ক্ষ'য়ে গেল হায়,
তবু রুদ্ধ দ্বার আজো খুলিল না ওরে!
জাগিল না কণামাত্র আভাষ আভার
তবু নাহি অবসান দীর্ঘ প্রতীক্ষার॥

অতি ক্ষুদ্র জীবনের অপ্রশস্ত সেতু,
তার 'পরে দাঁড়াইয়া চেয়ে দেখি নীচে—

Scanned with CamScanner

অগণ্য মানব সেথা—কেন, কার হেতু
হাসিছে কাঁদিছে তারা খুঁজিছে, যুঝিছে !
কেহ নাহি জানে হায় কেন কি কারণ
নিরন্তর এ প্রয়াস এই আকিঞ্চন ॥

সম্মুখেতে রুদ্ধ দ্বার ভ্রুকুটি করিয়া
কহিছে সবারে—"আর আগেতে যেও না,
ওই তব শেষ সীমা মনেতে রাখিয়া
তোমার অদৃষ্টে আর প্রলুব্ধ কোরো না।
নীরবেতে সহ্য কর পারো যত দূর
নাহি হও অবসন্ন বেদনা-বিধুর ॥

সুধা কিম্বা হলাহল তব পেয়ালায়
যা উঠেছে নিঃশেষেতে কর তুমি পান।
রহিও না সঙ্গোপনে সুপ্ত নিরালায়,
মাতিয়া জনতা সাথে হও আগুয়ান।
কিবা পরিণাম এর জানিতে চেয়ো না,
অনিবার্য্য দুঃখ শোক যাচিয়া নিও না ॥"

পথে যেতে যেতে কভু স্থির হ'য়ে থাকা
আমার ধাতুতে ধাতা কভু লেখে নাই।
এ ধরণী অবিরাম জলবিম্ব মাখা
অপরূপ মিথ্যা রূপে প্রতিভাত তাই।

নামে শূন্য রূপে শূন্য গুণে শূন্য ইনি
জন্ম মৃত্যু সবি শূন্য, শূন্য কিকিকিনি ॥

নাম ও রূপের এই মিথ্যা আবরণ
আমি চাই চিরতরে ছিন্ন করিবারে,
দুর্ধর্ষ কপাট ওই রুদ্ধ অনুক্ষণ,
আমি যে দুর্দ্দম তাই চাই খুলিবারে।

তোমার গৃহেতে মাগো প্রবেশ প্রয়াসি
হের ক্লান্ত পুত্র তব দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
দ্বার খুলে দাও ত্বরা—অন্ধতম নাশি'
আলোক বিকীর্ণ হোক দরজার পারে।
সমাপ্ত হয়েছে আজি মোর ধূলা খেলা,
ফিরিবার তরে যে মা বয়ে যায় বেলা ॥

কি দারুণ খেলা তব ওগো মা জননী
খেলিবারে অন্ধকারে নিয়ে ছেড়ে দাও,
তারপর কৌতুকেতে ওগো চন্দ্রাননী
তমসার মাঝে ভয় আমারে দেখাও।
সে আতঙ্ক সীমাহীন অকূল পাথার
খেলার আনন্দ কোথা উষ্ণতা আশার ?

শুধু মাত্র সুগভীর দুঃখের দহন
আর তীব্র কামনার উত্তপ্ত সাগরে,
নিরন্তর মন্থনের ক্ষুব্ধ আলোড়ন
আমারে বিষাদ মাঝে নিমজ্জিত করে।

Scanned with CamScanner

জীবন্ত মরণ বুঝি অর্থ জীবনের—
সে মামুলি আবর্ত্তন নিয়তি চক্রের ॥

দুঃখ সুখ জন্ম মৃত্যু আলো অন্ধকার—
কোথা সেই অভিনব নিত্য আবর্ত্তন ?
শিশুর স্বপ্নই শুধু মরীচিকা সার
যতই হোক না তাহা উজ্জ্বল রতন।
পশ্চাতে তাকিয়ে দেখ ভগ্ন ধ্বস্ত আশা
পুঞ্জীভূত জীবনের মালিন্য কুয়াসা ॥

চক্রের আবর্ত্ত হ'তে ত্রাণ কারো নাই
ঘুরিতেছে সম বেগে চক্র অবিরাম,
মহামায়া খেলিতেছে এ খেলা সদাই
কেন্দ্র এর কামনার বৈজয়ন্ত ধাম।
এর গতি শক্তি যত নিরর্থক আশা
দণ্ড এর সুখ দুঃখ গভীর পিপাসা ॥

ঘুরিতেছি ঘুরিতেছি আমি নিরন্তর,
ঘুরিতে ঘুরিতে আমি চলেছি কোথায় ?
ঘূর্ণিপাত বেড়াজাল অগ্নি ভয়ঙ্কর
তা' থেকে বাঁচাও মাগো বাঁচাও আমায় !
তুমি যে করুণাময়ী জননী আমার
ফিরায়ো না রুদ্র মুখ তুমি মোর পানে,

সহিতে পারি না মাগো ও রূপ তোমার,
করুণা নয়নে হের কাতর সন্তানে।
আমারে মার্জ্জনা কর, দোষ নাহি ধর,
অভয়া, অভয় দাও সদয় অন্তর ॥

সেই দূর পরপারে নিয়ে যাও মোরে
যেথানে হইবে সব দ্বন্দ্ব অবসান,
সকল পার্থিব সুখ ভোগের ওপারে
সকল অশ্রুর শেষ, দুঃখের নির্ব্বান !

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নিকর
যাহার গরিমা কভু প্রকাশিতে নারে,
অথবা বিদ্যুৎ দীপ্তি নভের উপর
পারে না পারে না কভু প্রকাশিতে তারে।
এ সকলি সে বিভার স্বল্প প্রতিভাস
কণামাত্র শুধু তার ক্ষীণ প্রতিশ্বাস ॥

মাগো, মিথ্যা মায়ার গুণ্ঠন যেন
আমার নয়ন থেকে,
তব মুখখানি আড়াল না করে
না রাখে তাহারে ঢেকে।
খেলা শেষ হোলো আজি মাগো মোর
শিকল ছিঁড়িয়া দাও,
মুক্ত করিয়া আমারে তোমার
কোলেতে টানিয়া নাও ॥

Scanned with CamScanner

॥ ২৫শে বৈশাখ ॥

হে রবীন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি !
ভারত-আত্মার তুমি জ্যোতির্ময় পুণ্য প্রতিচ্ছবি।
স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি হে দরদী ভারত-সন্তান !
জন্মদিনে তব তারে শ্রদ্ধাভরে রাখিনু প্রণাম ।

Scanned with CamScanner

এই লেখকের লেখাঃ

১। **মীরাবাঈ** মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মীরাবাঈ-এর ৫০টি ভজনের বাংলা অনুবাদ।

২। **মানসী** মূল্য—দুই টাকা

স্বাধীনতা-পূর্ব্ব যুগের মানস-আলেখ্য, গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনী সম্বলিত।

৩। **অরুণোদয়** মূল্য—তিন টাকা।

স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী যুগের চিত্রাদি প্রতিফলিত। পাক-ভারত যুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত।

আরতি—স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের দুইটি কবিতার অনুবাদসহ।

৪। **আরাধনা** অনুবাদ কাব্য (যন্ত্রস্থ) বিভিন্ন দেবদেবীর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রাদি সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুদিত। ভক্ত কবীরের দোঁহা, হিন্দী কালিকীর্ত্তন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমূলক কবিতার বাংলা অনুবাদ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

❐ গঠনমূলক কাজে বিভূতিভূষণ ও ভক্ত সোম

কাটোয়া মহকুমার মাসুন্দি গ্রামের কংগ্রেস কর্মী বিভূতিভূষণ দত্ত গান্ধিজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সালার খাদি প্রতিষ্ঠানের সর্ব সময়ের কর্মী রূপে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে খাদি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কাটুনিদের কাছে তুলা পৌঁছে দেওয়া, তাঁতিদের দ্বারা খদ্দর বোনানোর ব্যবস্থা ক'রে বহরমপুর, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি স্থানে সেগুলি বিক্রির মাধ্যমে ইতিপূর্বেই কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের পর জেলমুক্ত হয়ে তিনি গান্ধিজির গঠনমূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে খাদি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা ছাড়াও, বিহারের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণকার্যে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দামোদরের বন্যার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতির কর্মীরূপে বর্ধমানের জুজুটিতে ত্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি সেখানে প্রায় একমাস যাবৎ ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৩৫-৪০ পর্যন্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে বিভূতি বাবু ২৪ পরগণার ফরিদপুর, বিহার প্রভৃতি স্থানে গাওয়া ঘি ও ভয়সা ঘি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এই সময় বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আদেশে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও নেপালের নানা স্থানে মরাগরুর চামড়ার সন্ধানেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কলকাতায় চামড়া বিক্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি, পাঁচুন্দিতেও কাঁচা চামড়া ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনাও তিনি করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

বস্তুত এ সবই যেমন ছিল দেশীয় বা কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবন কর্মসূচির অঙ্গ, তেমনি গান্ধিজি নির্দেশিত জীবিকা সংস্থানের অন্যতম মাধ্যম।[৫]

বিভূতিভূষণ দত্তের মতো কাটোয়ার মহকুমার আর একজন কংগ্রেসকর্মী শ্রীভক্তভূষণ সোমও এই সময় গঠনমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি পরম গান্ধিবাদী নেতা বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিজয়কুমার জেলমুক্ত হয়ে কলানবগ্রামের (জামালপুর - থানা) জঙ্গলাকীর্ণ গাঙ্গুর নদীর তীরে তাঁর গঠনমূলক কাজে হাত দেন। এখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে শিক্ষা নিকেতন হিসাবে গড়ে ওঠে। এই কলানবগ্রাম আশ্রমে বিজয়কুমার বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁর একান্ত অনুগামীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত সকলকে এক একটি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় সংসারী হয়ে বসবাস করার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ধমানের গুপ্ত বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত 'বেগুট' ডাকাতির পর কাটোয়া মহকুমা সহ বর্ধমানের যে সমস্ত বিপ্লবী আত্মগোপন করে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, ভক্তভূষণ সোম ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ইতিপূর্বে বর্ধমানের বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সরোজ মুখার্জীর মতো কংগ্রেসের বামপন্থী যুবগোষ্ঠীর অনেকে কালনা রোড়ের ওপর অবস্থিত কুচুট গ্রামে একটি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গোপনে বামপন্থী আদর্শ প্রচার। কংগ্রেসের বামপন্থী ক্রিয়া কলাপে আকৃষ্ট হয়ে ভক্তভূষণ সোমও এই স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এই স্কুল অবশ্য বেশিদিন চলেনি। 'বেগুট' ডাকাতির ঘটনায় হরেকৃষ্ণ কোঁয়ার সমেত কংগ্রেসের বিপ্লবী যুব গোষ্ঠীর অনেকেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ায়, ভক্তভূষণ নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুচুটের এই আড্ডা ত্যাগ করেন। পুলিশের নজর এড়িয়ে কোনো ক্রমে কলকাতায় পৌঁছে ডাক্তার সোমেশ্বর চৌধুরীর কমপাউন্ডার হিসাবে তিনি কিছু দিন আত্মগোপন করেছিলেন।[৬] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিজয় ভট্টাচার্য জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে কলকাতায় ভক্ত সোমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, এবং ভক্ত সোম তাঁর কাছেই নিজ এলাকায় কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ পান। এই সময় মন্তেশ্বর থানার ভক্ত চন্দ্র রায়ও তাঁর নিজগ্রাম পুটশুড়ি এলাকাকে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বিজয় ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত কলানবগ্রাম থেকে ট্রেনিং নিয়ে ভক্তভূষণ নিজ গ্রাম পলসোনায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তাঁরই চেষ্টায় সমগ্র কাটোয়া থানা ও মঙ্গলকোট থানার অংশবিশেষে একটি শক্তিশালী প্রাথমিক সংগঠন গড়ে ওঠে।[৭]

Scanned with CamScanner

বিভূতিভূষণ দত্ত

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র কেতুগ্রাম থানার মাসন্দি গ্রামে এক রুচিশীল ও ধর্মভীরু পরিবারে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ দত্তের জন্ম। কাটোয়া মহকুমার আউরিয়া গ্রাম তাঁর মাতুলালয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে ঐ বছরে তিনি, ১০ বছর বয়সে, সালার উচ্চ ইংরাজি স্কুলে বর্তমান পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২১ সনে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে মহাত্মা গান্ধি প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে স্কুল বয়কট, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক রূপে পিকেটিং প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন। সালার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়কে গোলামখানা বিবেচনা করে, পিতা রজনীকান্ত দত্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সালারে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বহরমপুর, সালার, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় যোগদান করে তিনি রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা তাঁকে সালার জাতীয় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে পুনরায় ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আদেশ দিলে, তিনি তা অমান্য করেন। ফলে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সালার খাদি আশ্রমের কর্মী রূপে আশ্রয় লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সালার জাতীয় বিদ্যাল্যয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন সালার খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সালার জাতীয় বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তাঁর পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। সালার খাদি আশ্রমের সর্ব সময়ের কর্মী হিসাবে তাঁকে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সূতা কাটা, তাঁত বোনা, তাঁতিদের দ্বারা খদ্দর বোনাবার ব্যবস্থা করা, বহরমপুর, কাটোয়া, দাঁইহাট, বৈদ্যপুর প্রভৃতি স্থানে খদ্দর বিক্রির ব্যবস্থা করা, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিশু ও নৈশ বিভাগে শিক্ষকতা প্রভৃতি নানান দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী পরিচালিত দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির 'ল্যান্টার্ন লেকচার'-এর স্থায়ী পদ লাভ করেও, তিনি সালার আশ্রমের দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় সেই পদ স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করেন। এই আশ্রমে তাঁর একক দায়িত্বের কারণে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের ১ম পর্যায়ে তিনি সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে অপারগ হন।

১৯২৬ সালে বিভূতিভূষণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। ১৯২৭-এ সালার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮-এ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের ডেলিগেট হিসাবে কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। গান্ধি-আরউইন চুক্তির পর, ১৯৩২ সনে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের তরফে যোগদান করে নিজ কেন্দ্রের একটি খাদি প্রদর্শনীতে সম্মেলনের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

Scanned with CamScanner

এবং চারণকবি মুকুন্দদাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কাটোয়ায় সুভাষ বসুর আগমনের সময়েও তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

বিভূতিভূষণ দত্ত মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা কর্মী হলেও, ১৯৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকেই কাটোয়া মহকুমা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়। এই আন্দোলনের সময় মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে অবাঞ্ছিত এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসাবে মুর্শিদাবাদ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলে, তিনি নিজ মহকুমা কাটোয়া এবং বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে ব্রিটিশ-বিরোধী জনসভার আয়োজন করেন। এই অপরাধে তাঁকে শিমুলিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘ দু'বছর কান্দি, বহরমপুর এবং দমদম জেলে কাটিয়ে তিনি কারামুক্ত হন। এই সময়ে বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না থাকলেও, বীরভূমের গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক অপরাধীর তালিকায় জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৪-৪০ পর্যন্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বিহার ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এছাড়াও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের ভূমিকম্পে, নিরোল গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ও ১৯৩৫-এ দামোদরের বন্যায় বিভিন্ন সময়ে সমাজসেবা ও ত্রাণকার্যে অতিবাহিত করেন। এই বছরই আলিগ্রামের শ্রীমতী অণুরানী দত্তের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান কালে তিনি বিভিন্ন সময়ে সোদপুরে আগত মহাত্মা গান্ধি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতৃবর্গের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

একক সত্যাগ্রহী হিসাবে শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য কেতুগ্রাম থানায় উপস্থিত হলে, বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের গ্রাম মাসুন্দিকে কেন্দ্র করে তাঁর পদযাত্রার ব্যবস্থা করে দেন। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। এই সময় তিনি আত্মগোপন অবস্থায় বর্ধমান, বীরভূম, ও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে গুপ্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন। আগস্ট আন্দোলন চলাকালীন বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অংশে যে মুক্তাঞ্চল বা Parallel Government-এর পরিকল্পনা করা হয়, তাতে বর্ধমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দাশরথি তা এবং কাটোয়া মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিভূতিভূষণের নাম বুলেটিন মারফত প্রচারিত হয়। ১৯৪৩ সালে বীরভূমে গ্রেপ্তার করে তাঁকে প্রথমে কাটোয়া ও পরে বর্ধমান জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ বছরই জেলমুক্ত হয়ে আত্মগোপনকারী দাশরথি তা-এর সহযোগে মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির দানে মাসুন্দিতে একটি গ্রুয়েল কিচেন স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে দীর্ঘকাল ইনি কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ দত্তের সাহিত্য প্রীতিও ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। ১৯৪৩-এ বর্ধমান জেলে থাকা কালে ইনি বাংলায় মীরার ভজনাবলী অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা,- বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০০৪

তাঁর 'মানসী' ও 'অরুণোদয়' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যদ্বয় সম্পর্কে ডা. বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন: '... "মানসী" যেমন পরাধীন যুগের গ্লানি ও ব্যথার প্রকাশ, "অরুণোদয়" স্বাধীনোত্তর ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার আনন্দ বেদনার নির্ঝর।' কাটোয়া মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রবন্ধ পরবর্তী কালে মহকুমার গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কাটোয়া মহকুমায় ও মুর্শিদাবাদ জেলার নানা স্থানে ইনি বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নানা স্থানে নাট্য পরিচালনা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতাদি পরিচালনা করেছেন।'

আজীবন খদ্দরধারী এবং মহাত্মা গান্ধির একনিষ্ঠ সমর্থক (তাম্রপত্রপ্রাপ্ত ও পেনশনভোগী) অহিংসবাদী বিভূতিভূষণ দীর্ঘ ৫০ বছর কংগ্রেসের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকার পর ১৯৭০ সনে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। পরবর্তী কালে আমৃত্যু তিনি কাটোয়া 'বাণী প্রেস'-এর কর্ণধার ছিলেন। ছয় পুত্র (শংকরপ্রসাদ, বাণীপ্রসাদ, ফাল্গুনীপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, নিমাইপ্রসাদ, সৌরীপ্রসাদ) এবং চার কন্যার জনক বিভূতিভূষণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় ৭৫ বছর বয়সে কাটোয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

Scanned with CamScanner